বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>058 >>20 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৫৮ >> << ২০শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

নাইজেরিয়ার গ্রামে সামরিক ড্রোন হামলায় ৮৫ জন নিহত

আবুজাঃ নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবু সপ্তাহান্তে সংঘটিত একটি সামরিক ড্রোন হামলার তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। ওই হামলায় ৮৫ জন নিহত হয়েছে রবিবার উত্তর কাদুনা রাজ্যের তুদুন বিরি গ্রামে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের একটি ছুটির দিন উদযাপনের সময় মারাত্মক এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় কয়েক ডজন গ্রামবাসীও আহত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট টিনুবুর কার্যালয় এই ঘটনার জন্য শোক প্রকাশ করে একটি বিবৃতি জারি করেছে। এই ঘটনাকে তিনি খুবই দুর্ভাগ্যজনক, পীড়াদায়ক এবং বেদনাদায়ক বলে অভিহিত করেছেন। নাইজেরিয়ার বিমান বাহিনী রবিবারের হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে। নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনী ইসলামিক চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে ড্রোন ব্যবহার করেছে। তারা কয়েক দশক ধরে দেশটির উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমে বিদ্রোহী অভিযান চালিয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 69653.73 +357.59
NIFTY : 20937.70 +62.61

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ 17.00 °c | সর্বনিম্ন 16.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.02 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.17 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

পাকিস্তানে বিস্ফোরণ, শিশুসহ ৭ জন আহত

পেশোয়ার ঃ পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে মঙ্গলবার দূর নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরক যন্ত্রের কিংবা আইইডি'র মাধ্যমে রাস্তার পাশে বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণে চারজন শিশুসহ সাতজন আহত হয়েছে। ঐ অঞ্চলের পুলিশের মতে, ঐ স্থানটির প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে কংক্রিটের একটি ব্লকের ভেতরে ৪ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই স্থান থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা গেছে যে ঐ বিস্ফোরণে ভেঙ্গে পড়া জানালাগুলি। কর্তৃপক্ষ বলেছে ৬ থেকে ১৭ বছর বয়সী আহত শিশুদের আফগান নাগরিক বলে চিহ্নিত করা গেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে আহতদের কেউই স্কুলের পোশাক পরে ছিল না। তাতে আভাস পাওয়া যায় যে আহতরা কেউই স্কুলের শিক্ষার্থী ছিল না। ভয়েস অফ আমেরিকার দিওয়া সার্ভিসকে ১৭ বছর বয়সী আহত জাভেদ খান বলেন, আমি রাস্তার ধারের একজন বিক্রেতা । ঠিক যখন বিস্ফোরণটি ঘটে আমি ঠিক তখনই সেখানে গিয়েছিলাম। খান আলুভাজা বিক্রেতা। তিনি আরও বলেন আহত শিশুরা তার আত্মীয় । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে আহতদের মধ্যে ৬ বছর বয়সী এক শিশু সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে। সকাল নয়টার পর পরই যে এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে তার কাছাকাছি অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে । সেখানে একটি আর্মি পাবলিক স্কুলও রয়েছে। সেখানেই নয় বছর আগে ঠিক এই দিনেই সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালায়। সেই নির্লজ্জ হামলায় , প্রধানত শিশুসহ ১৫০ জন নিহত হয় যা কীনা গোটা দেশকে স্তম্ভিত করে। মঙ্গলবারের এই আক্রমণস্থলে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় পেশোয়ার পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কাশিফ আব্বাসি বলেন খুব সম্ভবত এই হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল পুলিশের গাড়ি যেটি নিয়মিত টহলের দায়িত্বে ছিল।

রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে লড়তে লোক পাঠানো হয়েছে নেপাল থেকে

কাঠমান্ডু ঃ নেপালে মানব পাচারকারী একটি চক্রের ১০ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অভিযোগ, ওই চক্র দেশটির লোকদের রাশিয়ায় পাচার করত। পাচারের শিকার ব্যক্তিদের জোরপূর্বক ইউক্রেন যুদ্ধে নিয়োগ দেওয়া হতো। নেপালের একজন সরকারি কর্মকর্তা আজ বুধবার এ তথ্য জানান।সরকারি ওই কর্মকর্তা বলেন, ভ্রমণ ভিসা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেকার তরুণদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করতেন চক্রটির সদস্যরা। কিন্তু ভ্রমণ ভিসা না দিয়ে তাঁদের রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধ করার জন্য অবৈধভাবে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হতো।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে কাঠমান্ডুর পক্ষ থেকে মস্কোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়, যাতে নেপালি ভাড়াটে যোদ্ধাদের এভাবে নিয়োগ দেওয়া না হয় এবং যাঁরা গেছেন তাঁদে ফেরত পাঠানো হয়। ইউক্রেনে নেপালের ছয় নাগরিকের মৃত্যুর খবর আসার পর মস্কোকে এ আহ্বান জানায় কাঠমান্ডু।

কাঠমান্ডু জেলা পুলিশের প্রধান ভূপেন্দ্র খাত্রি আজ বুধবার জানান, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর গত কয়েক দিনে মানব পাচার চক্রটির ১০ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভূপেন্দ্র খাত্রি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, 'মামলা নিয়ে আমরা সরকারি আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করছি। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে তোলা হবে।' যদিও কবে তোলা হবে তা জানাননি। কাঠমান্ডুর পুলিশপ্রধান আরও বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা বেকার তরুণদের কাছ থেকে ৯ হাজার মার্কিন ডলার নিয়ে তাঁদের ভ্রমণ ভিসায় রাশিয়া পাঠাতেন। মূলত সংযুক্ত আরব আমিরাত দিয়ে তাঁদের রাশিয়া পাঠানো হতো। পরে এসব তরুণকে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হতো।

রাশিয়ার মিত্র বেলারুশের ১৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

নিউ ইয়র্ক ঃ নতুন করে বেলারুশের ৭ ব্যক্তি ও ১১ প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলেকসান্দার লুকাশেঙ্কোর নেতৃত্বাধীন সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে নতুন করে এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, বেলারুশ সরকার দেশটির গণতন্ত্রপন্থী নাগরিক সমাজের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে, লুকাশেঙ্কোর পরিবারের সদস্যরা আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার অন্যায্য যুদ্ধে বেলারুশের যোগসাজশ আছে। আর এসব কর্মকাণ্ডের জন্য লুকাশেঙ্কো সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনতে মার্কিন অর্থ বিভাগের অধীন পরিচালিত বিদেশি সম্পদ নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় থেকে মঙ্গলবার নতুন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ট্রেজারি ফর টেররিজম অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্সের আন্ডার সেক্রেটারি ব্রায়ান ই. নেলসন বলেন, 'বেলারুশ ও বিশ্বে অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য লুকাশেঙ্কো, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সরকারকে জবাবদিহির মুখোমুখি করতে আমাদের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আজ এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' নেলসন আরও বলেন, লুকাশেঙ্কো সরকারের জন্য রাজস্ব জোগানো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যাবে। এ ছাড়া ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা এবং লুকাশেঙ্কো সরকারের প্রতি সমর্থনদাতাদেরও নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যবস্তু করা হবে। এর আগে গত ৯ আগস্ট বেলারুশের সরকারকে অর্থায়ন করা আট ব্যক্তি ও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয় মার্কিন অর্থ বিভাগ। ওই সময় মার্কিন অর্থ বিভাগের বিবৃতির বরাতে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, বেলারুশের ক্ষমতাসীনেরা নাগরিক সমাজের ওপর ক্রমাগত দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। মিনস্ক রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনে অনৈতিক যুদ্ধে জড়িয়েছে। যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তারা এসব কাজে আলেকসান্দার লুকাশেঙ্কোর সরকারকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রেখেছে। রয়টার্সের ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, কয়েক দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা লুকাশেঙ্কো বারবার অভিযোগ করে এসেছেন, পশ্চিমারা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। বিশেষত, সর্বশেষ নির্বাচনের পর লুকাশেঙ্কোর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এতে পশ্চিমাদের ইন্ধন রয়েছে বলে মনে করেন লুকাশেঙ্কো। ওই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে অভিযোগ লুকাশেঙ্কোর বিরোধীদের।

ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণে পাঁচজন ইরান সমর্থিত জঙ্গি নিহত লোহিত সাগরে উত্তেজনা

বগদাদ ঃ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ইরাকে একটি ড্রোন হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় পাঁচজন ইরান-সমর্থিত জঙ্গিকে হত্যা করেছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর আক্রমণের সংখ্যা বেড়ে ৭৬এ পৌঁছেছে। সোমবার পেন্টাগনের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সাবরিনা সিং সংবাদদাতাদের বলেন , রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী জঙ্গিদের দেখেছিল। তখন তারা আক্রমণকারী ড্রোন চালাতে শুরু করেছিল এবং তাদের সেই প্রচেষ্টা থেকে বের করে আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি ড্রোন থেকে নির্ভুল অস্ত্র নিক্ষেপ করে।

ইরান-সমর্থিত প্রক্সিরা সপ্তাহান্তে পূর্ব সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি মাল্টি রকেট হামলা চালায়। একটি রুমালিন অবতরণ এলাকাকে লক্ষ্য করে চালানো হয়, অপরটি শাদাদ্দিতে বাহিনীকে লক্ষ্য করে চালানো হয়। হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বা অবকাঠামোর কোনো ক্ষতি হয়নি।

ইরাক এবং সিরিয়ার সর্ব সাম্প্রতিক সহিংসতা এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছে যখন ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা রবিবার লোহিত সাগরে তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজকে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের সাথে যুক্ত সামুদ্রিক হামলাগুলো আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

সিং আরও বলেন, আক্রমণগুলো খুবই উদ্বেগজনক তবে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে বা আদৌ জানাবে কিনা তা বলতে পারেনি। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের প্রতিশোধ নিতে যুক্তরাষ্ট্র টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র চালু করেছিল যা হুথি-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে তিনটি উপকূলীয় রাডার সাইট ধ্বংস করেছিল হুথি সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি হামলার দায় স্বীকার করে বলেছেন, বিদ্রোহীরা বাব এল-মান্দেব প্রণালীতে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে একটি জাহাজে এবং আরেকটি জাহাজকে ড্রোন দিয়ে আঘাত করেছিল। বাব এল-মান্দেব প্রণালী লোহিত সাগরকে এডেন উপসাগরের সাথে সংযুক্ত করে।

.এক মাসের বেশি সময় ধরে ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়ারা ইরাকে অবস্থিত আড়াই হাজার এবং সিরিয়ায় নয়শো আমেরিকান সৈন্যের বিরুদ্ধে ড্রোন এবং রকেট হামলা চালিয়েছে।

অভিযান

গাজায় কমপক্ষে ১৫ হাজার ৮৯০ জন নিহত হয়েছে

ইসরাইল গাজার দক্ষিণাঞ্চলে হামলা আরো বিস্তৃত করছে

গাজা ঃ মঙ্গলবার গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মধ্যে বেসামরিক নাগরিকরা সংঘাত থেকে নিরাপদে সরে যেতে পারছে না বলে আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইসরাইলি ট্যাংক ও সৈন্যরা গাজা উপত্যকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খান ইউনিসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ইসরাইলি বিমান গাজার দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানছে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে খান ইউনিসের একাধিক এলাকার লোকজনকে তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী। জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় অধিদপ্তর বলছে, গাজায় আনুমানিক ১৮ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ১০ লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য নিয়োজিত জাতিসংঘের সংস্থা।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে গাজার শহরগুলোতে হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের অভিযানের ফলে অনেক লোক গাজার উত্তরাঞ্চল ছেড়ে দক্ষিণে সরে যায়। অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের মানবিক সমন্বয়কারী লিন হেস্টিংস সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, গাজার অভ্যন্তরে মানবিক কাজ করার জায়গা ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে এবং এখানে প্রয়োজনীয় সরবরাহের পরিমাণ একেবারেই অপর্যাপ্ত। হেস্টিংস আরও বলেন, গাজায় আর কোন নিরাপদ জায়গা অবশিষ্ট নেই। যথাযথ পরিবেশ পরিস্থিতির অভাবে গাজার জনগনের কাছে ত্রান পৌঁছে দেয়ার অভিযানগুলো কার্যকর করা সম্ভব নাও হতে পারে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির সভাপতি মিরজানা স্পোলজারিক সোমবার গাজা সফরকালে ফিলিস্তিনিদের ভয়াবহ দুর্দশার কথা উল্লেখ করে, এক বিবৃতিতে বলেন, মানুষের দুর্ভোগের মাত্রা অসহনীয়।

ইসরাইলের অভিযোগ, হামাস হাসপাতাল এবং অন্যান্য বেসামরিক এলাকায় এবং সেগুলোর নিচে নিজেদের গোপন আবাস স্থল স্থাপন করেছে এবং ফিলিস্তিনিদের ইসরাইলি সতর্কতা উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করে তাদের মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। যদিও হামাস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

গত ৭ অক্টোবর হামাসের ইসারাইল হামলায় ১২০০ মানুষ নিহত এবং ২৪০ জন জিম্মি হয়।

অপরদিকে, গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গাজায় কমপক্ষে ১৫ হাজার ৮৯০ জন নিহত হয়েছে। যাদের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে

মালদাঃ আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা করে সেই টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৪ এ লোকসভা নির্বাচন আছে। সেই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মেরুদন্ড ভেঙে দিতে সরকারকে হেনস্থা করতে কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনা করেছে মালদার রতুয়ার বাহারাল এলাকায় রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়ে এভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। উল্লেখ্য আজ মালদা জেলার পুরাতন মালদা রতুয়া সহ একাধিক এলাকায় একশো দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনা প্রকল্পের বকেয়া টাকা ফেরতের দাবিতে আন্দোলন চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের।

NJP স্টেশন চত্বর থেকে অবৈধ স্টল সরাতে মাইকিং চালায় রেল

শিলিগুড়ি ঃ NJP স্টেশন চত্বর থেকে অবৈধ স্টল সরাতে শুক্রবার স্টেশনে মাইকিং চালায় রেল। স্টেশন চত্বর থেকে হকারদের সরাতে মাইকিংয়ের মাধ্যমে হকারদের স্টেশন ফাঁকা করে মালামাল নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। হকাররা হাইকোর্টে মামলায় হেরে গেছে, তাই অবিলম্বে স্টেশন খালি না করলে তাদের মালামাল প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত বা ধ্বংস করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার সফরকে কেন্দ্র করে আযোজিত হলো তৃণমূলের সভা

আলিপুরদুয়ার ঃ মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার সফরকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ারে রবীন্দ্র মঞ্চে তৃণমূলের সভা। সুত্রের খবর আগামী ১০ই ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রীর সভা।এই বিষয়ে এদিন তৃণমূলের বর্ধিত সভা আয়োজিত হয়। সভায় উপস্থিত তৃণমূলের জেলা সভাপতি,জেলা চেয়ারম্যান প্রতিটি ব্লকের সভাপতি সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্বরা।সুত্রের খবর আলিপুরদুয়ারে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে জেলার একাধিক সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সভাস্থল সুনিশ্চিত করতে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে সভাস্থল ইতিমধ্যে পরিদর্শন করেছেন জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার। তবে প্রশাসন সূত্রে খবর এই সরকারি অনুষ্ঠান আযোজন করবার জন্য আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড এবং কালচিনির সুভাসিনী চা বাগানকে সভাস্থল হিসেবে চিন্তাভাবনায় রেখেছেন জেলা প্রশাসনিক কর্তারা।সুত্রের খবর আলিপুরদুয়ার জেলা সফরে এলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় সভা করবেন এবং কোথায় রাত্রি বাস করবেন সেই বিষয়ে সুনিশ্চিত করতে দ্রুত আলিপুরদুয়ারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা। এরপরেই সুনিশ্চিত করা যাবে মুখ্যমন্ত্রী'র সভা কোথায় আযোজিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকে চা বাগান

জলপাইগুড়ি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের রিয়া বাড়ি চা বাগান। শুক্রবার আচমকা বাগান বন্ধের খবর পেয়ে হতাশ বাগান শ্রমিকরা। তারা জানান, এদিন বাগানে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন শ্রমিকরা। সেই সময়ই হঠাৎ জানতে পারেন বাগানের ম্যানেজার, মালিকপক্ষের লোকজন বাগানের গেটে তালা ঝুলিয়ে চলে গিয়েছেন। এরপর শ্রমিকরা গেটের সামনে জমায়েত হন। এবং শ্রমিকরা আরো জানান কোনরকম ভাবে মালিকপক্ষ নোটিশ না দিয়েই কেন বাগান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর জবাব চাইতে থাকেন। কর্মহারা হয়ে পড়লেন প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক পরিবার। তাঁদের দাবি বাগানে কাজ চালিয়ে যাবেন। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে তারা আর্জি জানিয়েছেন যতদিন মালিকপক্ষ ফিরে না আসে কাজ চালিয়ে যাবেন। পরবর্তীতে মালিকপক্ষ ফিরিয়ে আসলে তাদের হাজিরা যাতে দেওয়া হয়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরকালের আগে বাগান বন্ধ বেশ অসস্থিতে ফেলেছে স্থানীয় প্রশাসনকেও। কেননা এই বানাহাট ব্লকেই সভা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার আগেই এভাবে বাগান বন্ধে শ্রমিকরা যেন ঝিমিয়ে গিয়েছে।

লক্ষাধিক টাকার কাঠ উদ্ধার করল বৈকুন্ঠপুর বন বিভাগের ডাবগ্রাম রেঞ্জ,চার চাকা লরিকে আটক, গ্রেপ্তার লরির চালক এবং খালাসী

শিলিগুড়ি । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার কাঠ উদ্ধার করল বৈকুন্ঠপুর বন বিভাগের ডাবগ্রাম রেঞ্জ। শুক্রবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন আশিঘর এলাকায় ওই অভিযান চালানো হয়। গোপন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী সন্দেহভাজন এক চার চাকা লরিকে আটকে তল্লাশি চালালে তার ভেতর থেকে উদ্ধার হয় ওই কাঠ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই লরির চালক এবং খালাসীকে। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বন বিভাগ।

শহরে ঘরের ভেতরে অগ্নি দগ্ধ হয়ে মৃত্যু এক মহিলা

কলকাতা ঃ ১২ নম্বর ক্রিক লেনে আগুন। পৌনে তিনটে নাগাদ আগুন লাগে বলেই দমকল সূত্রে খবর। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। বাড়িতে থাকা এক মহিলা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, তাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে।মৃতের নাম সাথী ব্যানার্জি ৫২ বছর বয়েস।ঘটনাস্থলে মুচিপারা থানার পুলিশ।দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান আত্মঘাতী হওয়ার জন্যই গ্যাস সিলিন্ডার খুলেই ঘরের ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন ওই মহিলা। ঘটনার সময় ঘরে একাই ছিলেন ওই মহিলা।ঘটনা নেপথ্যে কি রয়েছে তদন্ত করছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে শুরু হল ক্রেতা সুরক্ষা মেলা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে শুরু হল ক্রেতা সুরক্ষা মেলা। মেলার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা। শুক্রবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবেই মেলার উদ্বোধন করা হয়। শিলিগুড়িতে প্রথমবার এই মেলার আযোজন করা হয়েছে বলে জানা যায়। এই মেলার উদ্দেশ্য হল কোন সময়ে কোন ক্রেতা কোন সামগ্রিক ক্রয় করতে গেলে যদি তারা কোন রকমের প্রতারণার শিকার হয় তাহলে তারা কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং কি কি উপায়ে একজন ক্রেতাকে প্রতারিত করা যায় সেই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে এই মেলায় তুলে ধরা হবে। কোন কিছু ক্রয় করতে গেলে প্রতারণার শিকার হলে কনজিউমার কোর্টে একজন ক্রেতা অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ক্ষতিপূরণও পাবে।

পানীয় জলের জন্য পাইপ বসলেও মিলছে না পানীয় জল, বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

জলপাইগুড়ি ঃ বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছানোর কথা থাকলেও এখনো পৌঁছায়নি সেই পরিষেবা। এলাকায় পাইপ বসানো হলেও এখনো পানীয় জলের সংযোগ স্থাপন হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকাবাসী। শুক্রবার এমনই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজি পাড়া হঠাৎ কলোনি এলাকায়। এদিন জলের ফাঁকা বালতি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা নিয়ে তৃণমূল বিজেপি বিতর্ক

উত্তর দিনাজপুর ঃ ২৯ তম উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা কে চোরেদের বইমেলা বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে ব্যাখ্যা দিলেন বিজেপি সাধারণ সম্পাদক তাপস বিশ্বাস।ঘটা করে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরের হাই স্কুল মাঠে বইমেলার প্রচার শুরু করেছে বইমেলা কমিটি। আর সেই বইমেলা কমিটিদের দায়িত্ব রয়েছেন ইসলামপুর যুব তৃণমূল টাউন সভাপতি তথা তৃণমূল ইসলামপুর পৌরসভার কাউন্সিলরের প্রতিনিধি বিক্রম দাস। সেই বইমেলার নিমন্ত্রণপত্রে নাম নেই রায়গঞ্জ বিজেপি সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীর।আর এই ঘটনায় গোটা জেলা জুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এদিন বিজেপির ইসলামপুর টাউন ব্লক কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে চোরেদের বইমেলা বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতৃত্বরা।

বিধানসভায় আদিবাসীদের অবমাননার অভিযোগে ধর্ণায় দার্জিলিং জেলা তৃণমূল

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্য বিধানসভায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের অবমাননা করার বিরোধিতা করে শিলিগুড়িতে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ির হাশমি চকে এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। জানাযায়, এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে এদিন অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।তারই অঙ্গ হিসেবে শিলিগুড়িতে এই বিক্ষোভের আযোজন করা হয়। এই বিক্ষোভ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে নিন্দা এবং ধিক্কার জানায় তৃণমূল নেতা কর্মীরা।

অসুস্থ এক বানরকে সঙ্গবদ্ধভাবে আগলে রাখলো শতাধিক বানর। আশেপাশে কাউকে দেখলেই হামলা চালাচ্ছে তারা

জলপাইগুড়ি – অসুস্থ এক বানরকে সঙ্গবদ্ধভাবে আগলে রাখলো শতাধিক বানর। আশেপাশে কাউকে দেখলেই হামলা চালাচ্ছে তারা। শনিবার সকাল থেকে এই চিত্র দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরের পিডব্লিউডি মোড় সংলগ্ন করলা সেতুতে।জঙ্গল ছেড়ে শহরে চলে আসা পূর্ণবয়স্ক একটি বানর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষ বানরটিকে উদ্ধার করে পশু হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বানরটিকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য একটি ই রিকশায় নিয়ে যেতে চাইলে হামলা চালায় একদল বানর। এক পুলিশ কর্মির ওপরেও হামলা চালায় বানরের দল। করলা নদীর পাড়ে এই নিয়ে রীতিমত হইচই পড়ে যায়। অসংখ্য বানরের খুনসুটি উপভোগ করছেন উৎসাহী মানুষ। যদিও বানরের হামলা থেকে অসুস্থ বানরটিকে উদ্ধার করার জন্য তৎপরতা দেখা যাচ্ছে স্থানীয় পশুপ্রেমিদের মধ্যে।

মানব পাচার রুখতে জেলা পুলিশের বিশেষ কর্মশালা

জলপাইগুড়ি – মানব পাচার রুখতে জেলা পুলিশের বিশেষ কর্মশালা।জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগান অধ্যুষিত এলাকাগুলি থেকে প্রায়শই নিখোঁজ, নারী পাচার জাতীয় অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রশাসন ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলির লাগাতার সচেতনতা প্রচারের ফলে এই সংখ্যা অনেকটা কমলেও পুরো সমস্যা আজও নির্মুল হয়ে যায়নি।গ্রামেগঞ্জে এই জাতীয় ঘটনা ঘটলে সবচেয়ে আগে যাদের এগিয়ে আসতে হয় তারা হলেন ভিলেজ পুলিশ এবং সিভিক পুলিশ। এদের তৎপরতার ফলে এই জাতীয় ঘটনা অনেকটাই কমিয়ে আনা গেছে।কিন্তু এই জাতীয় কাজ করতে গিয়ে তারা প্রতি পদে বিভিন্ন আইনি সমস্যা সহ অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।এইসব সমস্যা কিভাবে দ্রুত কাটিয়ে আরও দ্রুত আরও ভালো পরিসেবা দেওয়া যায় তা নিয়ে এবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি পুলিশ লাইনে শনিবার দিনভর এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।এদিনের প্রশিক্ষন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকেরা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

বিশেষ ভাবে সক্ষম মালদহের উচ্চশিক্ষিত যুবকের একক নবান্ন অভিযান ঘিরে তোলপাড়

মালদহ – বিশেষ ভাবে সক্ষম মালদহের উচ্চশিক্ষিত যুবকের একক নবান্ন অভিযান ঘিরে তোলপাড় । মালদহের নিখিল সরকার চাকরির দাবিতে ট্রেনে করে শিয়ালদহ সেখান থেকে হুইল চেয়ারে করে নবান্নের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় উচ্চশিক্ষিত নিখিল সরকার । তাকে হাওড়া ব্রিজেই আটকে দেয় হাওড়া পুলিশ । তার দাবি বাম আমল থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত বার বার সরকারের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি চাকরি, অবশেষে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেও মেলেনি সারা । চাকরি দাবিতে মূল্যামন্ত্রীর সাথে দেখা করতে সুদূর মালদহ কৃষ্ণপুর থেকে নবান্নে উদ্দেশ্যে রওনা নিখিলের ।

চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

চাঁদপাড়া – রোগী পরিবহনের জন্য গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে একটি নতুন অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলেন বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর । পাশাপাশি চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের উন্নয়নের কথাও জানালেন মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কোথায় চাঁদপাড়া গ্রামের হাসপাতালে আরো অনেক অ্যাম্বুলেন্স আছে অনেক সময় শোনা যায় অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া প্রচুর পরিমাণে নেওয়া হয়। কিন্তু এই অ্যাম্বুলেন্স এ স্বল্প ভাড়ায় রোগী পরিবহনের পরিষেবা পাওয়া যাবে ।

বাড়িতে ফিরতেই ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় মানিক তালুকদার কে

কোচবিহার ঃ আজ বাড়িতে ফিরলেন উত্তর কাশিতে সুরঙ্গে আটকে থাকা তুফানগঞ্জ এর মানিক তালুকদার। মানিক তালুকদার বাড়িতে ফিরতেই উল্লাসে মেতে ওঠে গোটা এলাকার মানুষ। ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় মানিক তালুকদার কে। এ যেন মানিক তালুকদারের পুনর্জন্ম। দিল্লি থেকে শিলিগুড়ি বাগডোগরা এয়ারপোর্টে অবতরণ করার পর প্রশাসনের গাড়িতেই বাড়ি ফেরেন মানিক বর্মন। মানিক তালুকদ বাড়ি ফেরয় খুশি মানিক তালুকদারের পরিবারসহ গোটা এলাকার মানুষ।

বিজেপির বনগাঁর যুব মোর্চা কর্মী মিহির বিশ্বাসের উপর তৃণমূলের দুস্কৃতী বাহিনী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপির কর্মী সমর্থকদের

উত্তর দিনাজপুর ঃ বিজেপির বনগাঁর যুব মোর্চা কর্মী মিহির বিশ্বাসের উপর তৃণমূলের দুস্কৃতী বাহিনী হামলার প্রতিবাদে ইসলামপুর শহর বিজেপি দলীয় কার্যালয়ের সামনে পুরোনো জাতীয় সড়ক উপর করে বিক্ষোভ বিজেপির কর্মী সমর্থকদের। অবরোধের জেরে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়ে পরে। কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর বিক্ষোভ তুলে নেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা।

গরু চুরির প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপির!

কোচবিহার ঃ গ্রামে প্রতিনিয়ত গরু চুরির প্রতিবাদে তুফানগঞ্জ ভাটিবারি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপির। বিজেপি তুফানগঞ্জ ১ নং মন্ডলের পক্ষ থেকে ধলপল বাজারে এই অবরোধ করা হয়। এ বিষয়ে বিজেপি এক নং মন্ডল সভাপতি যুগল কিশোর দাস বলেন ধলপল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একের পর এক বাড়ি থেকে গরু চুরি যাচ্ছে। প্রশাসনকে বারংবার জানানো হয়েছে তারপরও এই গরু চুরি বন্ধ করতে পারছে না প্রশাসন। তারই প্রতিবাদে আজ তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের ধলপল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলপল ধলপল বাজারে তুফানগঞ্জ ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হলো। প্রায় ১ এক ঘন্টা ধরে চলে এই অবরোধ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন আয়োজিত কলা উৎসবে প্রথম স্থান অধিকার করলো আলিপুরদুয়ারের কঙ্কনা

আলিপুরদুয়ারঃ রাজ্যে প্রথম মাদারিহাটের মেয়ে কঙ্কনা রায়। ব্লক থেকে জেলা।জেলা পেরিয়ে পৌঁছে গেল রাজধানী কলকাতায়।কলকাতায় গত ২৯ এবং ৩০শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন আয়োজিত কলা উৎসবে ক্লাসিক্যাল নৃত্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করলো আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের রাংগালিবাজনা পশ্চিম খয়েরবাড়ি গ্রামের কঙ্কনা রায়।সংশ্লিষ্ট বিভাগে সারা রাজ্যের মোট ২৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।সকলকে পেছনে ফেলে গ্রামের মেয়ে কঙ্কনা প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার সুযোগ পেলেন।কঙ্কনা বীরপাড়া হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের ছাত্রী।মা শিখা রায় একজন শিক্ষিকা।বাবা চঞ্চল রায় একজন ব্যবসায়ী।ছোট থেকেই নাচ গানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল কঙ্কনার।কঙ্কনা রায় জানান,রাজ্য স্তরের পর জাতীয় স্তরে ফের প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে।সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা।পরীক্ষার পর ফের নাচের তালিম শুরু করবো।

তৃণমূলের হাত শক্ত করতে আলিপুরদুয়ারে ৩২ টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করলো

আলিপুরদুয়ার ঃ কংগ্রেস, বিজেপি সহ বিভিন্ন দল ছেড়ে শনিবার কালচিনি ব্লকের নিউ হাসিমারার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩২ টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করলো।এদিন আগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন আইএনটিটিউসির জেলা সম্পাদক আনন্দ চন্দ্র।এদিনের যোগদানের বিষয়ে তিনি জানান, লোকসভা ভোটের পূর্বে আমাদের সংগঠন আরও মজবুত হচ্ছে।আশা করছি আগামী নির্বাচনে দলেরই সাংসদ জয়ী হবে। আনন্দ চন্দ্র ছাড়াও এদিনের কর্মসূচিতে আইএনটিটিইউসির ব্লক সহ সভাপতি রাজেশ গুরুং ও আইএনটিটিউসির অঞ্চল সভাপতি রাজেশ সুব্বা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমেরিকান টার্কি মুরগি ফেরি করছেন কলকাতার বাসিন্দা মহম্মদ সাবিক

জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমেরিকান টার্কি মুরগি ফেরি করছেন কলকাতার বাসিন্দা মহম্মদ সাবিক। ডুয়ার্স এলাকায় ঘাঁটি তৈরি করে জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ছোট ছোট টার্কি মুরগির শাবক বিক্রি করছেন তিনি।কয়েকটি বড় টার্কিও রয়েছে তাঁর সঙ্গে।কলকাতার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকা সহ বারাসাত, মধ্যমগ্রাম,বর্ধমান ও আসানসোল এলাকায় ব্যাপকহারে চাষ হয় টার্কি মুরগির। সাবিক জানান, ওইসব এলাকা থেকেই আমেরিকান টার্কি কিনে ব্যবসা শুরু করেছেন। তিনটি টার্কির শাবক বিক্রি করছেন দুশো টাকায়। দু চারটে করে অনেকেই কেনেন তাঁর কাছ থেকে। এই শাবকগুলো ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যেই দুই থেকে আড়াই কেজি ওজনের হয়ে যায় বলে জানান। টার্কি চাষ করে অনেক বেকারদের স্বনির্ভর হওয়ার রাস্তাও দেখাচ্ছেন সাবিক। বলেন, আমেরিকান টার্কি মুরগির চাষ বরাবরই বেশ লাভজনক। ঠিকমতো লালন পালন করলে টার্কি চাষ করেও স্বনির্ভর হওয়া রায়। সাবিক জানান, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর, খড়িয়া ও বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় বেশ চাহিদা রয়েছে টার্কি মুরগির। টার্কি মুরগির ছোট ছোট ছানাগুলোকে স্বযত্নে লালন পালন করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে তারা।টার্কির মাংসের বেশ চাহিদা রয়েছে বাজারে।

সূর্যদেব পরিশ্রান্ত হলেই শিক্ষাঙ্গন বদলে যায় শুড়িখানায়

সুদেষ্ণা মন্ডল , কুলতলি ঃ নামেই খুদেদের শিক্ষাঙ্গন । ও টুকু খাতায় কলমে আর কঙ্কালসার চেহারায় । আসলে সূর্যদেব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেই এই শিক্ষাঙ্গনই বদলে যায় শুড়িখানায় । নিয়মিত বসে মদের আসর। সাথে থাকে গাঁজাও সুখ টানও । এমনই দুরবস্থা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জ অঞ্চলের ১১৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। ঘরের ছাদ নেই বললেই চলে। দরজা জানালা কবেই খুলে নিয়ে গিয়েছে দুস্কৃতিরা। ভেঙে ফেলা হয় রান্নার উনুনও। স্কুল ঘরেই মেঝেই পড়ে থাকে মাদকাসক্তদের ব্যবহারের অবশিষ্ট জিনিসপত্র । অতিরিক্ত সূরা পানের পর আবার অনেকেই পড়ুয়াদের বসার জায়গায় উল্টি ও করে রেখে যায়। এমনি অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । আর এই অবস্থাতেই চলছে স্কুল। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে বসাই যায় না। শীতকালেও ঠান্ডায় ভুগতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থাই নেই। এছাড়া দরজা জানালা না থাকায় যখন তখন ঢুকে পড়ছে কুকুর , গরু , ছাগল সহ অন্যান্য প্রাণীও। এই দুরবস্থার মধ্যেই বিগত কয়েকবছর ধরে চলছে এই স্কুল। বারবার বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। শুধু পড়ুয়ারাই নয়, সমস্যার মধ্যে রয়েছেন গর্ভবতী মায়েরাও। তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় এখান থেকেই। অব্যবস্থার কারণে পড়ুয়ারাও পড়তে আসতে চাইছে না। দিদিমনি আছেন বটে তবে তিনি নাকি নিয়মিত পড়াতে আসেননা । এমনি অভিযোগ অনাচে কানাচে । অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী কল্পনা নস্কর জানান পর্যাপ্ত কর্মী নেই। স্কুল ঘর ভাঙা । এই অবস্থায় কাজ করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদেরও। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য দ্রুত এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে সঠিক পরিবেশ ফেরানো হোক। উন্নতি করা হোক পরিকাঠামোর। যদিও প্রত্যাশিত ভাবেই বিষয়টি কিছুই জানেননা বলে জানান গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিনতা হালদার। দায়সারা ভাবেই তিনি পুরোটা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস যদিও দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় প্রশাসনিক স্তর থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় । জানা জমিদার জমিদার এলাকার বাড়ির পণ্য নদী ও স্থল পথে কোলকাতার চেতলায় বৃহৎ ধানের মিলে পৌঁছাত যা সেখানে ধান থেকে চাল প্রস্তুত হয়ে দেশ তথা বিদেশে রপ্তানি করা হত। বর্তমানে এই জমিদার বাড়ির চার বংশ ধরের মধ্যে অনাথবন্ধু জানা ও নকুল জানার বংশধররা মামুদপুরে অবস্থান করলেও অন্য বংশধররা কোলকাতায় থাকেন। বিশেষ করে বঙ্গদেশে বারো ভুইঞার সময়কালে রাজা মান সিংহের সময় এই জমিদারি পত্তন হয়। এবং সুদীর্ঘ ৩০০বছরের কালে বিট্রিশ রাজত্বে এসে এই জমিদারি শেষ হয়। এই জমিদার বাড়িতে কালীপুজোয় ধুমধাম করে প্রাচীন রীতি মেনে পুজো অর্চনা করা হয়। বর্তমানে এই জমিদার বাড়ির বেশিরভাগ অংশই ভগ্নাশয় অবস্থায় পড়ে আছে। তবে দুরন্ত থেকে অনেকেই দেখতে আসেন। হিঙ্গলগঞ্জের মামুদপুর এর প্রাচীন এই জমিদার বাড়িকে সংস্কার করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি জানান স্থানীয়রা।

সাত সকালেই আগুন

হাওড়া ঃ সাত সকালেই আগুন হাওড়া বেলুর থানার অন্তর্গত ঘুসুড়ি, কেওরা বাগান মোরে একটি প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী থ ৩৩ কাশি মন্ডল লেনে ঘটনাস্থলে পাঁচটি দমকলে ইঞ্জিন। ঘীঞ্জি এলাকা আগুন নেভাতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকল কর্মীদের। জলের ব্যবস্থা নেই নেই আগুন নেভানো সামগ্রী। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ওই প্লাস্টিকে গোডাউনে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ঘনবসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ,ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মালি পাঁচঘড়া থানার পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এবং দমকলের চেষ্টায় আগুন নেভানোর কাজ চলছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

सी. पी. राधाकृष्णन
राज्यपाल, झारखण्ड

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

7 दिसम्बर

संदेश

आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस शुभ अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त सैनिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

प्रत्येक वर्ष 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम अपने देश की सशस्त्र सेना के प्रति सम्मान एवं एकजुटता प्रदर्शित कर उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम सभी भारतवासी उनके साथ हैं, जिनकी दिलेरी बहादुरी, सतर्कता एवं चौकसी के कारण ही देश की सीमाएं एवं हम सभी देशवासी सुरक्षित हैं।

हमारे देश की सशस्त्र सेना निरंतर सतर्क रहकर देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता की रक्षा में सतत् सेवारत रहती है। चाहे युद्ध का समय हो या शांति काल, हमारी सशस्त्र सेना ने अपने कर्तव्य, साहस, समर्पण तथा निष्ठा से राष्ट्र को सदैव गौरवान्वित किया है। यह देश एवं हम सभी देशवासी अपने देश के महान वीर सैनिकों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे।

हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपनी क्षमता अनुसार **"सशस्त्र झंडा दिवस कोष"** में योगदान देकर उन वीर सैनिकों, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, के प्रति अपना आभार प्रकट करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि झारखण्ड के निवासी अपने गौरवमयी परंपरा को दृष्टि में रखते हुए झंडा दिवस के अवसर पर उदारतापूर्वक दान देकर सशस्त्र बलों के प्रति हम सभी की गहरी कृतज्ञता एवं असीम प्यार अभिव्यक्त करने में अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

जय हिन्द!

हम प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर हम उन बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट करते हैं, जिन्होंने विगत युद्धों तथा आतंकवाद के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी या नि:शक्त हो गये।

राष्ट्र को अपनी सशस्त्र सेना पर गर्व है। बाहरी आक्रमण से भारतीय सेना ने देश की रक्षा करने तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि इन बहादुर सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु प्रयास करें। इसके लिए राज्य में **"सैनिक कल्याण कोष"** का गठन किया गया है। राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी कार्यक्रमों में इस राशि का उपयोग किया जाता है, जिससे विरांगना विधवाओं, नि:शक्त सैनिकों और उनके आश्रितों तथा सेवारत कर्मियों को लाभ मिलता है। हम सभी को इस कोष में उदारतापूर्वक दान देना चाहिए।

मैं झारखण्ड की जनता से अपील करता हूँ कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के शुभ अवसर पर शहीद सैनिकों, नि:शक्त जवानों एवं आश्रितों के कल्याणार्थ गठित सैनिक कोष में उदारतापूर्वक दान दें।

हम सबों का सहयोग प्रतीक रूप में अपनी सशस्त्र सेना के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रकटीकरण होगा। यह अंशदान हमारे सैनिकों का मनोबल ऊँचा करेगा एवं देशवासियों के सम्मुख एक अनुकरणीय उदाहरण बनेगा।

जोहार!

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ফলাফলের জন্য কি রাহুল গান্ধীকে দায়ী করা যাবে?

আমি কংগ্রেসের সমস্যা বুঝতে পারি। বছরের পর বছর ধরে যে জিনিস ব্যর্থ হয়েছে, সেটাই আবার লঞ্চ করা হয়েছে। প্রতিবারই সেই চেষ্টা অসফল হয়েছে আর এখন তার ফলে যা হচ্ছে, তা হল তাদের প্রতি ভোটারদের ঘৃণাও সপ্তম স্বর্গে পৌঁছেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবের সময় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন গত ১০ই আগস্ট। আসলে এমনটা বলা হচ্ছে এই কারণে যে, রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিশেষ কিছু অর্জন করতে পারেনি দলটি। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে যেখানে হয় কংগ্রেস সরকারের পতন হয়েছে অথবা বিরোধী দে হিসাবে থাকলেও উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি। এই তালিকায় উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য রয়েছে যেখানে কংগ্রেসের কাছ থেকে ভাল ফল আশা করা হয়েছিল। কিন্তু কিন্তু রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী প্রচারণার পরেও তা হয়নি। রাহুল গান্ধী এখন আর কংগ্রেসের সভাপতি নন, তবে দলটি গান্ধী পরিবারকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস তাদের সরকার হারিয়েছে এবং মধ্যপ্রদেশেও বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছে। মিজোরামে মাত্র একটি আসন পেয়েছে তারা। তবে তেলেঙ্গানায় কেসিআর বিআরএস এর দলকে পরাজিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তারা। এখন প্রশ্ন উঠছে যে পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে চারটিতে পরাজয় গান্ধী পরিবারের হার নাকি শুধুমাত্র রাহুল গান্ধীর? রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানায় বিজেপির প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামনে ছিলেন আর রাজ্যগুলির নেতা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন পেছনে। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রচারের ক্ষেত্রে রাজ্য নেতারা কিন্তু সামনে ছিলেন এবং রাহুল গান্ধী পিছনের আসনে ছিলেন। রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচার কিছুটা কম হলেও তেলেঙ্গানায় কিন্তু তিনি অনেকটাই প্রচার করেছিলেন। তেলেঙ্গানা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে তাঁর দেওয়া স্লোগান খুব জোর দিয়ে ব্যবহার করা হয়নি। যদি ছত্তিশগড়ের কথাই বলা যায়, তাহলে ভূপেশ বাঘেল সেখানে তাঁর সরকারের অর্জনগুলোকে তুলে ধরেছিলেন। একইভাবে রাজস্থানে নির্বাচনের বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন অশোক গেহলট। আর মধ্যপ্রদেশের কথা বলতে গেলে, সেখানে নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কমলনাথ। অন্যদিকে, তেলেঙ্গানার নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল রেবন্ত রেড্ডির কাঁধে। একইভাবে দেখা যায়, বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় কংগ্রেসের বিভিন্ন মুখ ছিল। তাই এই পরাজয়ের জন্য কি শুধুমাত্র এককভাবে রাহুল গান্ধীকে দায়ী করা ঠিক? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিকের মতে, কংগ্রেস যদি হেরে যায়, তার মানে মানুষ দলটির নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখছে না এবং নেতৃত্ব মানেই কিন্তু গান্ধী পরিবার। তিনি সহজ ভাষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, নির্বাচনের সময় রাজ্য ও কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতারা সমান ভাবে প্রচার করছিলেন। তাই এটা বাঘেল, গেহলট ও কমলনাথেরও পরাজয়। একই ভাবে, কেন্দ্রীয় স্তরে এটা গান্ধী পরিবার ও রাহুল গান্ধীর পরাজয়। প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক নীরজা চৌধুরি বলছেন, এই বিধানসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীর মুখ সেভাবে সামনে আনা হয়নি এবং তাঁকে নিয়ে তেমন আকর্ষণও ছিল না। তাঁর কথায়, সব রাজ্যেই সেখানকার স্থানীয় নেতারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। ছত্তিশগড়ে অনেকেই আমাকে জানিয়েছিলেন, তাঁরা তাদের প্রার্থীর উপর ক্ষুব্ধ কিন্তু বাঘেলের নেতৃত্বের কারণে তারা কংগ্রেসকে ভোট দেবেন। আর ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের বিষয়ে স্পষ্ট বলেছিলেন যে কংগ্রেস যদি নির্বাচনে জয়ী হয় তবে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। রাজস্থানে মানুষ গেহলটকে নিয়ে কথা বলত, রাহুল গান্ধীকে নিয়ে কখনও কথা বলত না। রাহুল তার বেশিরভাগ নির্বাচনী সমাবেশ তেলেঙ্গানায় করেছিলেন। তাই রাহুল গান্ধী নয়, বরং এটি রাজ্য নেতাদের পরাজয়। কারণ ওই রাজ্যগুলির নির্বাচনের বিষয়ে রাহুল সেভাবে সামনের আসনে ছিলেন না, মি চৌধুরী বলেন। প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক রশিদ কিদওয়াই, যিনি কংগ্রেসকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছেন, তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি এমন একটি আখ্যান তৈরি করে এসেছে যেটা দেখে মনে হয় জয়ীর শিরোপা যেন শুধুমাত্র দলের বড় নেতাদের মাথাতেই পরানো হয়।

মিয়ানমারের জান্তা কি ফিরিয়ে আনছে কুখ্যাত সেই 'ফোর কাটস'

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী যে মুহূর্তে দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য লড়াই চালাচ্ছে, সে মুহূর্তে সেখানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (কেএনএলএ) এবং পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেসের (পিডিএফএস) যৌথ বাহিনী ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন করছে।

দেশটির জান্তা সরকারের দমনপীড়ন ও চিরকাল ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টার ফল হিসেবে সাধারণ মানুষ ফুঁসে উঠেছে এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পক্ষ ত্যাগের প্রবণতা বেড়েছে। এতে দেশটির সীমান্তবর্তী এলাকায় সশস্ত্র বিদ্রোহীরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে মিয়ানমারের বিভিন্ন এলাকা এখন জান্তা সরকারের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এবং সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে পাল্টা হামলার ঘটনা বেড়ে গেছে।

ম্যাগি কাদরানি
প্রাবন্ধিক

এর ফলে জান্তা ক্রমবর্ধমানভাবে বিকারগ্রস্ত ও মরিয়া হয়ে উঠছে এবং তারা প্রচলিত যেসব সামরিক উপায়ে দমনাভিযান চালিয়ে থাকে, সেই কায়দায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর পীড়ন ও নির্যাতন বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং বিমান ও ভূমি থেকে হামলা চালানোর পাশাপাশি জান্তা সেনারা তাদের সেই পুরোনো কুখ্যাত 'চার পরিষেবা বিচ্ছিন্নকরণ কৌশল' (ফোর কাটস স্ট্র্যাটেজি) দেশটির এমন সব এলাকায় অবলম্বন করা শুরু করেছে, যেখানে এর আগে কখনোই সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়নি। সে রকম একটি রাজ্য হলো মোন রাজ্য। এটি দেশটির চতুর্থ বৃহত্তম রাজ্য।

জান্তা সরকারের 'চার পরিষেবা বিচ্ছিন্নকরণ কৌশল' হলো কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকায় খাদ্য, অর্থ, তথ্য ও জনবল নিয়োগ-এই চারটি সুবিধা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। ষাটের দশকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কারেন রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়নের (এএনইউ) সঙ্গে লড়াই চালানোর সময় এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করার সময় তারা রাখাইন রাজ্যেও ঠিক একই কৌশল নিয়েছিল।

এখন মোন রাজ্যে এই কৌশল অবলম্বন করছে সেনাবাহিনী। প্রতিরোধ আন্দোলনের সশস্ত্র যোদ্ধাদের যাতে স্থানীয় জনগণ সহায়তা না দিতে পারে, সে জন্যই এই ব্যবস্থা।

মোন রাজ্যে কামানের গোলায় ঘরবাড়ি থেকে উপাসনালয়সব ধরনের স্থাপনাকে সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত করেছে। যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত বাসিন্দাদের কাছে যাতে কোনো খাদ্য ও পানি সরবরাহ পৌঁছাতে না পারে, তা নিশ্চিত করছে তারা। ওই এলাকার মানুষের জমির ধান লুটে নেওয়ার জন্য তাদের এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছে। এ ছাড়া সেনাবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে সেখানকার খাদ্যের গুদাম তথা মজুত এবং সরকারি ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম নষ্ট করে ফেলছে। মোন রাজ্যের অবস্থা এখন খুবই সঙিন। সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থানের পর থেকেই পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস এবং কারেন আর্মড ফোর্সেস যৌথভাবে এই রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। এখানে জান্তা বাহিনী তাদের বেশ কটি অবস্থান হারিয়েছে। ফলে সেনাবাহিনী এখন বিমান থেকে নির্বিচার বেসামরিক লোকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সেনা হামলা থেকে বাঁচতে সেখানকার প্রায় ৩০ হাজার বাসিন্দা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

নিউ মোন স্টেট পার্টির (এনএমএসপি) একজন সাবেক সদস্য ও কাইকমায়াউ শহরতলির বাসিন্দা মানবাধিকার সংস্থা হারফোমকে বলেছেন, 'সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে ফোর কাটস ক্যাম্পেইন ব্যবহার করছে। এটি একটি ভয়ানক ব্যাপার।'

হারফোমের একটি প্রামাণ্য নথি থেকে জানা যাচ্ছে, নভেম্বরের তিন সপ্তাহে জান্তা এবং বিপ্লবী সেনাদের লড়াই বেড়ে যায়। সেখানে নির্বিচার ধরপাকড় করার পাশাপাশি সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে পুরো এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট লাইনের পাশাপাশি ওয়াইফাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

এ অবস্থায় বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোকে নিরাপত্তা, খাদ্য, আশ্রয় ও ওষুধ পেতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোটাছুটি করে বেড়াতে হচ্ছে। গত ১৭ নভেম্বর থেকে পুরো মোন রাজ্যটি একটি ভুতুড়ে এলাকায় পরিণত হয়েছে। ফোন, ইন্টারনেট, ওয়াইফাই না থাকার কারণে বিপদগ্রস্ত লোকজন বাইরের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না।

যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় অনেক গ্রাম অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেখানে ত্রাণ পৌঁছানোও অসম্ভব করে তুলেছে জান্তা বাহিনী।

তবে আশার কথা হলো, মিয়ানমারের মানুষ এক হতে শুরু করেছে।

শিশুদের খাদ্যাভ্যাস, বাইরের খাবার ও আমাদের ভূমিকা

লায়লা

দেশের ৬ থেকে ২৩ মাস বয়সী প্রায় অর্ধেক শিশু কোমল পানীয় এবং অতিরিক্ত নুন ও চিনিযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ করে। চিকিৎসক, পুষ্টিবিদ ও গবেষকেরা এসব খাবারকে অস্বাস্থ্যকর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

শিশুবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবিদ হোসেন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে এখন শিশুদের পছন্দের খাবারের তালিকায় রয়েছে চিপস, চানাচুর, চকলেট, চুইংগাম ও চাটনি। এসব খাবার শিশুদের ক্ষুধা কমিয়ে দেয় এবং সুষম খাবারের বিপরীত। এসব খাবারসহ অন্যান্য ফাস্ট ফুডের (যেমন পিৎজা, বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই) অনিয়ন্ত্রিত প্রসার উদ্বেগজনক।

শিশুস্বাস্থ্যের ওপর ফাস্ট ফুডের ক্ষতিকর প্রভাব

যে খাবারগুলো দ্রুত তৈরি করা যায়, সাধারণত তাই ফাস্ট ফুড নামে পরিচিত। তুলনামূলকভাবে কম দাম, স্বাদ ও দ্রুত পাওয়া যায় বলে এই খাবার পুরো বিশ্বেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শিশুদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি।

ফাস্ট ফুডে আছে উচ্চমাত্রার ক্যালরি, চর্বি, সম্পৃক্ত চর্বি, চিনি ও নূন। তাই এর পুষ্টিগুণ কম। শিশুদের স্বাদগ্রন্থির গঠনের কারণে এসব খাবার তাদের বেশি ভালো লাগে। এ খাবারে পেট ভরার অনুভূতি হয় না বলে তারা বেশিও খেয়ে ফেলে। শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। ফাস্ট ফুড খাওয়ার সঙ্গে ওজন বেড়ে যাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। অতিরিক্ত ওজনের কারণে টাইপ ২ ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, হাইপার টেনশন, স্ট্রোক ও কয়েক ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণায় দেখা গেছে, ফাস্ট ফুড দোকান থেকে দূরে বাস করা মানুষের তুলনায় হাঁটার দূরত্বের মধ্যে বাস করা মানুষের স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ১৩ শতাংশ বেশি।

ফাস্ট ফুড খাওয়ার ফলে শিশুরা আরও যে সমস্যায় ভোগে, তার মধ্যে আছে কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি। ক্যালসিয়ামের অভাবে দাঁত ও নখের ক্ষতি হয়। ওজন বেড়ে যাওয়ার ফলে তারা খেলাধুলা বা শারীরিক কাজে কম সময় দিতে পারে। কারণ, তারা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায়। তাদের মনোযোগ কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে ও মানসিক চাপের শিকার হয়।

ফাস্ট ফুড নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা

প্রায় ১৫ বছর আগেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিপণনকে জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগ হিসেবে শনাক্ত করেছে। সাম্প্রতিক কালে স্বীকার করা হয়েছে, এই ধরনের বিপণন শিশু অধিকার লঙ্ঘন করে।

কোনো দেশই ফাস্ট ফুড কোম্পানিগুলোর আগ্রাসী বিপণন এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষায় এখনো পুরোপুরি সফল হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের নানা দেশে ফাস্ট ফুড নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

যেমন স্কুলে পিৎজা ও বার্গারের মতো খাবারগুলো এমনভাবে তৈরি করা, যাতে পুষ্টিগুণ থাকে ভেন্ডিং মেশিনগুলোতে চকলেট ও বেশি ক্যালরির পানীয় কম পরিমাণে রাখা বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য সুষম খাবারের ব্যবস্থা করা খাবারে কী কী উপাদান আছে তা বিস্তারিতভাবে মোড়কে উল্লেখ করা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ক্যালরি থাকলে খাবারের সঙ্গে খেলনা বা শিশুদের আকৃষ্ট করে, এমন কিছুর বিক্রি নিষিদ্ধ করা যেসব খাবার বিক্রির সময় উপহার দেওয়া হবে, সেসবে চিনি এবং চর্বির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া ইত্যাদি।

পশ্চিমা অনেক দেশে শিশুদের ওজন বেড়ে যাওয়া একটি জাতীয় উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। আমরা কী করছি? কয়েক দিন আগে এক ফাস্ট ফুড দোকানের মালিকের কাছে তাঁর ব্যবসার অবস্থা জানতে চেয়েছিলাম। সহাস্য উত্তর, 'এই এলাকায় অনেক স্কুলকলেজ। তাই বিক্রি বেশ ভালো।' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে যথেচ্ছভাবে ফাস্ট ফুডের দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া বন্ধ করা প্রয়োজন।

টেলিভিশন, পত্রিকা, বিলবোর্ড, ডিজিটাল মাধ্যমসহ নানাভাবে ফাস্ট ফুডের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাবারের সঙ্গে খেলনা দিয়ে শিশুদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। কোনো কোনো ফাস্ট ফুডের রেস্তোরাঁর মধ্যে খেলার স্থান থাকার কারণে শিশুরা সেসব স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। ফাস্ট ফুডের বিক্রির ক্ষেত্রে খেলনা বা অন্যান্য উপহার দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং কোন খাবারে কতটুকু ক্যালরি আছে, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার। ফাস্ট ফুডের বিপণন নিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ফাস্ট ফুডের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো জরুরি। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ফাস্ট ফুড নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হতে হবে।

শিশুদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনে করণীয়

'শিশুরা চিপস বা বার্গার পছন্দ করে'-এমন মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়। শিশুদের কি ক্রয়ক্ষমতা আছে? শিশুদের জীবনে খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে অন্য সব আচরণ তৈরিতে মা-বাবার ভূমিকাই প্রধান।

শিশুদের ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। রেফ্রিজারেটর কোমল পানীয় এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার না রেখে দুধ, ফলের রস, তাজা ফল রাখা উচিত। মোবাইল বা ল্যাপটপে অতিরিক্ত সময় কাটানোর পরিবর্তে শিশুদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা প্রয়োজন। মা-বাবাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে শিশুরা শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকে।

পুরোপুরি এড়ানো না গেলেও ফাস্ট ফুডের ওপর শিশুদের অতিরিক্ত নির্ভরতা কমানো উচিত। মা-বাবা এবং অভিভাবকেরা শিশুদের শেখাতে পারেন যে ফাস্ট ফুড খাওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। যেমন এর সঙ্গে সালাদ বা সবজি খাওয়া যায়। মা-বাবা স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে এবং সক্রিয় জীবন যাপন করলে সন্তানেরাও তাঁদের অনুসরণ করবে।

জানা অজানা

গাজায় যুদ্ধের পুনঃসূচনা ও বিস্তার নিয়ে জাতিসংঘ প্রধান শঙ্কিত

সোমবার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যে সহিংসতার পুনঃসূচনা, ইসরাইলে হামাসের রকেট নিক্ষেপ এবং দক্ষিণ গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলের বিমান হামলা ও নতুন করে সামরিক স্থল অভিযানের সূচনা ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে তার প্রচন্ড শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। গুতেরেস আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে স্বীয় বাধ্যবাধকতাকে সম্মান করার জন্য সকল পক্ষকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং গাজায় একটি টেকসই মানবিক যুদ্ধবিরতি ও হামাসের হাতে বন্দী বাকি সকল জিম্মির নিঃশর্ত এবং অবিলম্বে মুক্তির জন্য নতুন করে আহ্বান জানিয়েছেন। জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস ৭ অক্টোবর ইসরাইলে যখন তাণ্ডব চালায় ইসরাইল তখন গাজা শাসনকারী হামাসকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইসরাইলের মতে প্রায় ১২০০ মানুষ নিহত হয়, যাদের বেশিরভাগ ছিল বেসামরিক নাগরিক। তারা প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। এরপর থেকে ১০০ জনের বেশি ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তাদের বেশিরভাগকেই মুক্তি দেয়া হয়েছে ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যকার এক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতি চুক্তির সময়। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, গাজায় ইসরাইলের বিমান এবং স্থল সেনা অভিযানে সাড়ে পনেরো হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর প্রায় ৭০ শতাংশ নারী ও শিশু। ১৮ লাখের বেশি গাজাবাসী যুদ্ধ এবং কিছু স্থান ত্যাগ করার ইসরাইলি আদেশের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে প্রায় ১২ লাখ মানুষ উপচে পড়া জাতিসংঘের ১৫৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে। গুতেরেস গাজায় মানবিক সহায়তার একটি নিরবচ্ছিন্ন, পর্যাপ্ত এবং টেকসই প্রবাহের প্রয়োজনীয়তার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সোমবার জাতিসংঘ বলেছে, স্থলভাগে বর্তমান পরিস্থিতি মানবিক চাহিদা মোকাবিলায় এর ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। রবিবার রাফাহতে সীমিত সহায়তা বিতরণ করা হয়েছিল তবে সহিংসতার কারণে পার্শ্ববর্তী খান ইউনিসে সহায়তা বিতরণ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে গেছে।

সাময়িকী

ইসলামবিদ্বেষী ভিল্ডার্সের জয়, ইউরোপ কেন অতি ডানে হেলছে

নেদারল্যান্ডসে গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অতি ডানপন্থী নেতা খেয়ার্ট ভিল্ডার্সের চমকে দেওয়া বিজয় ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটি উত্থান-পতনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে তাঁর এই জয়ের পেছনে দুটি ঘটনার 'উসকানি' আছে।

ডেভিড পল গোল্ডম্যান
প্রাবন্ধিক

প্রথমটি হলো, ৭ অক্টোবরের পর হামাসের সমর্থনে নেদারল্যান্ডসসহ ইউরোপজুড়ে মুসলমান অভিবাসীদের গণবিক্ষোভ। এই গণবিক্ষোভের মধ্যে একধরনের জয়ের উন্মাদনা ছিল, যা সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার আশাকে জাগ্রত করতে পারে।

বর্তমানে ইউরোপের সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু হলো সেখানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গণহারে আছড়ে পড়া অভিবাসী। এর মধ্যে হামাসের সমর্থনে অভিবাসীদের মিছিল পশ্চিমা নাগরিকদের মধ্যে চিন্তা বাড়িয়েছে।

মূলধারার দলগুলো অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনকে গোটা মহাদেশের অন্যতম সমস্যা হিসেবে ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এই বিষয়টিকে ভিল্ডার্সের দল ভোটারদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছে। কয়েক মাস আগেও অভিবাসন ইস্যুকে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু হামাসের সমর্থনে অভিবাসীরা মিছিল করার পর ইউরোপের জনসাধারণের উদ্বেগ বেড়েছে। এর ফলে অভিবাসনবিরোধিতা ও মুসলিমবিদ্বেষের জন্য পরিচিতি পাওয়া ভিল্ডার্সের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রতি ইউরোপিয়ান নাগরিকদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলা (যে যুদ্ধে ইউক্রেন দৃশ্যত হারতে চলেছে)।

চরমপন্থী হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে উপহাসের খোরাক হওয়া ইউরোপের ডানপন্থী দলগুলো এখন প্রথাগত প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকদের শেষ ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। তাঁদের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মারি লো পেনের চেয়ে শার্ল দো গলের আদর্শের বেশি মিল রয়েছে। অভিবাসন, রাশিয়া, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র ইস্যুতে তাদের মতামত যুক্তিযুক্ত ও বিবেচনাপ্রসূত মনে করা হয়।

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান (যিনি নিজেকে প্রয়াত জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট কোহলের মতো একজন খ্রিষ্টান ডেমোক্র্যাট হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন) নতুন ইউরোপীয় অধিকারের একজন আদর্শবাহক। হামাসের হামলার পর তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে সম্ভাব্য বেশ কয়েকজন নেতাও উঠে আসছেন।

ভিল্ডার্স নিশ্চিতভাবে জাতিকে তাঁর দেশের মুসলমানদের সমস্যা হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর দেশে কোরআন নিষিদ্ধ করার এবং মসজিদ বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। এগুলো যতটা না তাঁর নীতিগত বক্তব্য, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর। তবে বৈধ হোক আর অবৈধ হোক, অভিবাসনই আসলে ইউরোপীয় সমাজের চরিত্র পরিবর্তন করছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়ে থাকে, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং জার্মানির জনসংখ্যার প্রায় ৭ শতাংশ মুসলমান অভিবাসী। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি।

২০১৭ সালে পিউ রিসার্চ ইনস্টিটিউট গবেষণা চালানোর পর বলেছে, ফ্রান্সের বাসিন্দাদের ৮ দশমিক ৮ শতাংশ মুসলমান এবং ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ১৮ শতাংশে উন্নীত হবে। জার্মানির হামবুর্গ শহরের সমস্ত স্কুলছাত্রের অর্ধেকের বেশি অভিবাসী পরিবারের। এসব জরিপ, ইউরোপিয়ান নাগরিকদের চিন্তিত করছে। ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার আগে ভিল্ডার্স মোট ভোটের মাত্র ১০ শতাংশ পেয়েছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ প্রধান ইউরোপীয় শহরে হামাসের সমর্থনে ইউরোপীয় মুসলিমরা ব্যাপক বিক্ষোভ করার পর তিনি ৩৫ শতাংশ আসন জেতেন। ইউ ডট গভ নামের একটি জরিপে দেখা গেছে, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ৫৯ শতাংশ জার্মান তাঁদের দেশে ব্যাপক সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা করছেন। জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ২৭ শতাংশ জার্মান ভাবছেন সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা নেই।

ইউরোপের ডানপন্থীরা সফলভাবেই সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এই সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন যে ইউরোপে অভিবাসী হয়ে আসা মুসলমানরা ইউরোপীয়দের জন্য হুমকি হয়ে উঠবে। এই ধারণা যত বেশি ছড়াচ্ছে, ততই ডানপন্থী দলগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এরই ধারাবাহিকতায় নেদারল্যান্ডসে অতি দক্ষিণপন্থীদের জয় হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও মুসলিমবিরোধী দলগুলো জয়ী হবে।

পাঠকের চিঠি

সত্যের পথ বড় কঠিন

সত্য কথা বলা, সত্যাশ্রয়ী হওয়া ও সত্যের জন্য লড়াই করা, এ সবাই পারে না।সত্যের পথ বড় কঠিন।সত্য কথা বললে পাছে লোকের অপ্রিয় হয়ে যাবো,শত্রু হয়ে যাব তাই প্রায় বেশির ভাগ মানুষ সত্য কে সাথ দেয় না,সত্য কথা বলে না,নীরব থাকে।আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে,,,সত্যের আর এক নাম হলো ঈশ্বর।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,,সত্যে যার নিষ্ঠা আছে ,সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,,,সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। ভগবান রামচন্দ্র সত্য রক্ষার জন্য রাজসুখ ত্যাগ করে ১৪ বছরের জন্য বনে গেছিলেন।সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র সত্য রক্ষার জন্য নিজের স্ত্রী,পুত্র ও নিজেকে পর্যন্ত বিক্রয় করে দিয়েছিলেন ও চণ্ডাল সেজেছিলেন।সত্য রক্ষার জন্য পঞ্চ পাণ্ডব ও বনে গেছিলেন।এই ধরণের অনেক উদাহরণ রয়েছে যা থেকে আমরা প্রেরণা নিতে পারি।এখন ও সমাজে অনেক লোক আছেন যাঁরা সত্যের পথে আছেন।সত্য কথা বলেন ও সত্য কে সাথ দেন।কথায় বলে,,সত্য অপদস্থ হয় কিন্তু পরাজিত হয় না।তাই আমাদের কে সত্য কথা বলা উচিৎ ও সত্য কে সাথ দেওয়া উচিৎ ও সত্যের পথে থাকা উচিত তবেই সমাজ সুস্থ ও সুন্দর হবে।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সাঁওতালি ভাষার স্নাতক প্রতিপত্তিতে কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় টপার হয়েছেন গৌরাঙ্গ মুর্মু

আনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খর্সাওয়ান জেলার চাণ্ডিল মহকুমার নিমডিহ ব্লকের হেবেন গ্রামের বাসিন্দা বুধুরাম মুর্মুর ছেলে গৌরাঙ্গ মুর্মু, কোলহান ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি ২০২০ - ২০২৩এ তৃতীয় শীর্ষ হয়েছেন এবং সিংভূম কলেজ চান্ডিলের টপার হয়ে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জন্য একটি উদাহরণ তৈরি করেছেন। . গৌরাঙ্গ মোট ১৮৩৪ নম্বর পেয়েছে। সিংভূম কলেজের চান্ডিল সাঁওতালি ভাষা স্নাতক পাঠ্যক্রমে মোট ২৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন শিক্ষার্থী ডিস্টিনশন পেয়েছে। যার মধ্যে গৌরাঙ্গ মুর্মু ১৮৩৪, দীনেশ সোরেন ১৮৩০, মীনা বেসরা ১৮১৭, সুকুরমণি মুর্মু ১৮১৪, ডাঃ হেমব্রম ১৮১২, দীপক মাঞ্জি ১৮০৭, মালা মার্ডি ১৮০৫ এবং রতন টুডু ১৮০০ নম্বর পেয়েছেন।

গৌরাঙ্গ মুর্মু একজন দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে এসেছেন। তিনি রঘুনুথাপুর গ্রামের প্রধান বৈদ্যনাথ মাহাতোর নির্দেশনায় পড়াশোনা করেন। কৃষিকাজ করার পর, গৌরাঙ্গ রঘুনাথপুরের একটি মেডিকেলের দোকানে কাজ করে এবং তারপরে বাকি সময়ে পড়াশোনা করে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। গৌরাঙ্গ মুর্মু উচ্চ শিক্ষা শেষ করে অধ্যাপক হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সেবা করতে চান।

অমলা মুর্মুর পক্ষে রায় দিল হাইকোর্ট, পরাজিত ঝাড়খণ্ড সরকার

অমলা মুর্মুর প্রমুখ পদ অক্ষত থাকবে

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট চান্ডিল ব্লকের প্রমুখের পদ নিয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তা নিয়ে এলাকায় জোর আলোচনা চলছে। ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট অমলা মুর্মু বনাম ঝাড়খণ্ড সরকার, ডেপুটি কমিশনার সেরায়কেলা খারসাওয়ান, গুরুপদ হাঁসদা, চান্ডিল মহকুমা আধিকারিক, চান্ডিল সার্কেল অফিসার, ঝাড়খণ্ড নির্বাচন কমিশন, সেরায়কেলা পঞ্চায়েত রাজ অফিসারের রিট পিটিশনের চূড়ান্ত শুনানি করে। অমলা মুর্মুর পক্ষে শুনানি করে ঐতিহাসিক রায় দিল হাইকোর্ট। চান্ডিল প্রমুখ অমলা মুর্মু পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার মেয়ে এবং চান্ডিলের ভাদুডিহের বাসিন্দা জয়রাম মাঝির স্ত্রী। ২০২২ সালের ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত নির্বাচনে, অমলা মুর্মু ভাদুডিহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের জন্য তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন। এর পরে, অমলা মুর্মু চান্ডিল প্রধান পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, যেখানে অমলা মুর্মু তার প্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গুরুপদ হাঁসদাকে পরাজিত করে প্রমুখ নির্বাচনে জয়ী হন। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর গুরুপদ হাঁসদা অমলা মুর্মুর জাত শংসাপত্র নিয়ে সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, চান্ডিল প্রধান অমলা মুর্মু পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। অভিযোগে বলা হয়েছে যে আমলা মুর্মু ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২০২২ সালের তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসন থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত প্রধান নির্বাচনেও জয়ী হয়েছেন। বলা হয় যে এই অভিযোগের ভিত্তিতে, সেরায়কেলা জেলা প্রশাসক, অমলা মুর্মুর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময়, তার প্রমুখ পদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের পদ বাতিল করেছিলেন। একই সঙ্গে প্রমুখ পুনর্নির্বাচনের আদেশ জারি করা হয়।

উকিল আরএসপি সিনহার মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন অমলা মুর্মু। হাইকোর্টের বিচারপতি গৌতম কুমার চৌধুরীর আদালতে এই রায় দেওয়া হয়। উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর এবং উপস্থাপিত নথির ভিত্তিতে আদালত অমলা মুর্মুর পক্ষে রায় দিয়েছে। আদালত তার সিদ্ধান্তে বলেছে যে আবেদনকারী অমলা মুর্মুর বিরুদ্ধে দেওয়া সিদ্ধান্ত অন্যায্য। / আবেদনকারীর নির্বাচন বাতিলের সিদ্ধান্ত ভুল। হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের পরে, আবেদনকারী অমলা মুর্মু চান্ডিল প্রমুখ পদে বহাল থাকবেন তা নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে।

হেমন্ত সরকার আদিবাসীদের প্রতি অবিচার করেছিল কিন্তু আদালত ন্যায়বিচার করেছে ঃ অমলা মুর্মু

ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়ের প্রতিক্রিয়ায়, তৎকালীন চান্ডিল প্রমুখ এবং আবেদনকারী অমলা মুর্মু বলেন যে তাকে পদ থেকে অপসারণের জন্য একটি গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। হেমন্ত সরকার ও প্রশাসন তাকে হয়রানি করেছিল। আদিবাসী মহিলাদের অপমান করার কাজ হয়েছে কিন্তু আদালত নারী ও আদিবাসীদের পক্ষে রায় দিয়ে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী মহিলাদের প্রতি ন্যায়বিচার করেছে। অমলা মুর্মু বলেন যে মহিলারা অন্য রাজ্য থেকে বিয়ে করে ঝাড়খণ্ডে এসেছেন তারা কেবল বংশ বৃদ্ধির মেশিন নয়। বরং নারীরও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। তিনি বলেন, এখন তিনি নারীদের সচেতন করতে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে জানাতে কাজ করবেন।

রাজ্য বিজেপি নেতাদের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে সফর করে তৃণমূল পর্যায়ের বুথ কমিটির প্রতি জনের সঙ্গে মতবিনিময় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি তুঙ্গে, সাড়ে ১১ টি আসনে আনড় মুখ্যমন্ত্রী

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে চমকপ্রদ সফলতা অর্জন করার পর বিজেপি এবার আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে। রাজ্য বিজেপি থেকে বুথ পর্যায়ে সরাসরি সফর করে তৃণমূল পর্যায়ে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের এক নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে রাজ্য বিজেপি নেতাদের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে সফর করে তৃণমূল পর্যায়ের বুথ কমিটির প্রতি জনের সঙ্গে মতবিনিময় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি বর্তমান তুঙ্গে। তাছাড়া রাজ্যে সাড়ে ১১ টি আসন পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের স্থিতিতে অনড় রয়েছেন তিনি।

ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক আকর্ষণীয় ফলাফল প্রদর্শন করে দেশের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি। বিশেষ করে ছত্রিশগড় মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান এই তিনটি রাজ্যে সফলতা পাওয়ার পর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে গেরুয়া দলটি। এই তিনটি রাজ্যের পাশাপাশি তেলেঙ্গানা সহ সর্বমোট ৭৯ টি নির্বাচনী প্রচার সভায় অংশ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপির এই ফলাফলের পর অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। ফলে এবার তিনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অসমে তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন। মূলত প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছেন তিনি।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে মঙ্গলবার বিকালে এসে উপস্থিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেখানে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ দলীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন সরকার নিজের কাজ করে চলেছে। তবে দল হিসেবে যাবতীয় কার্যসূচি রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় থেকেই পরিচালিত হবে। মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে দলের সাংগঠনিক স্থিত মজবুত ভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এবার কাজিরাঙ্গা, দরং, ওদালগুরি, কোকরাঝাড়, বরপেটা এবং যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রে বুথ পর্যায় থেকে দলের সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই উদ্দেশ্যে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন করে বিধায়ককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই বিধায়কের সঙ্গে আরও তিনজন দলীয় শীর্ষ কর্মী জড়িত থাকবেন। এবার এই প্রতিনিধি দল প্রতিটি বুথে গিয়ে তৃণমূল পর্যায়ের প্রত্যেক দলীয় কর্মীর সঙ্গে মতবিনিময় করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পর্যায়ক্রমে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এবার কাজিরাঙ্গা, দরং, ওদালগুরি, কোকরাঝাড়, বরপেটা এবং যোরহাট মোট ছয়টি লোকসভা কেন্দ্রে এই কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রতিমাসেই দুটি কিংবা তিনটি লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে তৎপরতা চলছে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সাধারণত রাজ্য কমিটির পর জেলা, মন্ডল এবং এরপর বুথ কমিটি আসে। এটাই গতানুগতিক পদ্ধতি। কিন্তু এবার রাজ্য পর্যায়ের কমিটি থেকে সরাসরি বুথ কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা নিয়ে এক নতুন ব্যবস্থার পরীক্ষা করা হচ্ছে। এভাবে তৃণমূল পর্যায়ের দলীয় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দলীয় সংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী ভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে রাজ্যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্তে নিজের স্থিতিতে অটল রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সাড়ে ১১টি আসন দখল করা নিশ্চিত। তবে সেটার থেকে বারোটা হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বারোটা হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ বারো হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাড়ে ১১টির পর পয়েংট ওয়ান যোগ হলেই ১২ টা হয়ে যাবে। অর্থাৎ ১১.৫০ এর জায়গায় যদি ১১.৫১ হয়ে যায় তাহলেই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ১২ টি আসল হয়ে যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যজুড়ে দলের সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রস্তুতির বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকে রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা, রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক জি আর রবীন্দ্র রাজু, বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বিধায়ক এবং দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

টুকরো খবর

অসমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নামে নয় বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ভোট পায় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ শর্মার

নরেন্দ্র মোদি যে তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন সেটা প্রত্যেকেই জানেন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে তিনটি রাজ্য দখল করতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি। ছত্রিশগড় মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে চমকপ্রদ সফলতা অর্জন করার পর এবার বিজেপি আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিজেদের প্রস্তুতি ব্যাপকভাবে অব্যাহত রেখেছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা বৈঠকে অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অসমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নামে নয় বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ভোট পায়। তাছাড়া নরেন্দ্র মোদি যে তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন সেটা প্রত্যেকেই জানেন বয় মন্তব্য করেছেন তিনি। তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে চমকপ্রদ প্রদর্শনের পর এবার লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি। এরই অংশ হিসাবে অসমের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে দলের সাংগঠনিক শক্তি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রাজ্য বিজেপি তৎপরতা শুরু করেছে। রাজ্য বিজেপি থেকে বুথ পর্যায়ে সরাসরি সফর করে তৃণমূল পর্যায়ে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের এক নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে রাজ্য বিজেপি নেতাদের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে সফর করে তৃণমূল পর্যায়ের বুথ কমিটির প্রতি জনের সঙ্গে মতবিনিময় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যজুড়ে দলের সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রস্তুতির বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আযোজিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে মঙ্গলবার বিকালে আযোজিত বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন তিনি। মূলত তিন রাজ্যে বিজেপির উত্থানের জন্য তাকে কৃতিত্ব দেওয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব, নির্দেশ এবং তার নামেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল বিজেপি। ফলে এক্ষেত্রে যাবতীয় কৃতিত্বের অধিকার শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রয়েছে। এমনকি অসমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নামে নয় বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ভোট পায়, ভোট পাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নামে কেউ ভোট দেবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে লোক বিজেপিকে ভোট দেবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মধ্যপ্রদেশের লাডলি বেহেনা প্রকল্প সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মধ্যপ্রদেশ কিংবা গুজরাট কিংবা অসম যেকোনো রাজ্যের এই প্রকল্পগুলো মূলত বিজেপির জন্য সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে এইসব নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। মতের মতের আদানপ্রদান হয়ে থাকে। এই আলোচনার মাধ্যমেই নতুন নতুন পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়। ভালো ভালো বিষয়গুলো শেখা যায়। ফলে এর জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন নরেন্দ্র মোদি যে তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন সেটা প্রত্যেকেই জানেন। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। এটা নতুন বিষয় নয়। সবাই আগের থেকেই এটা জানেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টাকার বিনিময়ে চাকরির এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত দোষীদের আইনগত ভাবে শাস্তি দেওয়া হবে বলে মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিংহের

অমীমাংসিত মামলা, সুবিধা অসুবিধা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের প্রতিটি থানায় সফর করবেন পুলিশের শীর্ষকর্তারা, হয়টির মধ্যে পানবাজার থানা সফর ডিজিপির

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ব্যাপক তদন্ত অভিযান অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। এই ধারা অব্যাহত রেখে ফের তিনজন এপিএস অফিসারকে জেরা করার পাশাপাশি এরমধ্যে সুকন্যা দাসকে গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী দলটি। তাছাড়া আগামী ৭ ডিসেম্বর তিনজন এপিএস অফিসার ফারুক আহমেদ, দীপঙ্কর দত্ত এবং অসীমা কলিতাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এসআইটি। এবার এক্ষেত্রে ফের একবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত দোষীদের আইনগত ভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া অমীমাংসিত মামলা, সুবিধা অসুবিধা খতিয়ে দেখতে পুলিশের শীর্ষকর্তারা রাজ্যের প্রতিটি থানায় সফর করবেন বলে জানান তিনি। নিজে স্বয়ং ছয়টি থানা সফরের পরিকল্পনা করা ডিজিপি পানবাজার থানায় উপস্থিত হয়ে যাবতীয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকা ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই তালিকা অনুযায়ী নিজেদের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত বেশ কয়েকজনকে তলব করে জেরা করা ছাড়াও মোট চারজন অফিসারকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। তাছাড়া এরই মধ্যে ১১ জন এপিএস, ৪ জন এপিএস সহ মোট ২১ জন অফিসারকে নিলম্বন করেছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে সম্প্রতি এসআইটি হাইলাকান্দির এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রাকে তলব করে এনে সাত ঘণ্টার থেকে বেশি সময় ধরে জেরা করে মুক্তি দিয়েছিল। এই ধারা অব্যাহত রেখে নোটিশ অনুযায়ী সোমবার সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার পর তিনজন এপিএস অফিস কল্যাণ কুমার দাস, নবনীতা শর্মা এবং সুকন্যা দাসকে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করেছে এসআইটি। তাছাড়া ছয় বিষয়ে ছয়টি পরীক্ষার বিপরীতে ক্রাইম ব্রাঞ্চে কর্মরত সুকন্যা দাসের আটটি উত্তর বই পাওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ফের একবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন এসআইটি নিজের কাজ করে চলেছে। এসআইটিকে কাজ করতে দিতে হবে। তাদের আরো কিছু সময় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ডিজিপি জানান তিনি আগেও বলেছেন যে যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত প্রমাণ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সেইভাবে অপরাধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে যাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রতিবেদন আসার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এসআইটি পর্যায়ক্রমে নিজেদের কাজ করছে। নিজেদের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে চলেছে। যাদের বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ থাকবে পুলিশের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাছাড়া প্রয়োজন অনুসারে সরকারের তরফে বিভাগীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় অমীমাংসিত মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে চলেছে অসম পুলিশ। সেই অনুসারে প্রতিটি থানা সফর করবে পুলিশের শীর্ষকর্তারা। এমনকি ডিজিপি জিপি সিংহ স্বয়ং ছয়টি থানা ঘুরে দেখবেন। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার পানবাজার থানায় উপস্থিত হয়েছেন তিনি। পানবাজার থানায় এসে সেখানে প্রতিজন পুলিশ অফিসার এবং কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের সুবিধা অসুবিধা খতিয়ে দেখেছেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন সব থেকে বড় সমস্যা হলো পানবাজার থানায় জায়গা কম। এই থানায় ৭০ জন কর্মী রয়েছেন। তাদের বিভিন্ন অভিযোগ সংক্রান্তে খতিয়ে দেখার পাশের জরাজীর্ণ একটি ভবন ভেঙ্গে নতুন বিল্ডিং নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে ডাইনিং স্পেস সহ থাকার জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ করা যাবে। তাছাড়া ট্রাফিক পুলিশের জন্য বসার নির্ধারিত স্থান দেওয়ার পাশাপাশি তাদের জন্য ভিজিটার্স রুম দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয় থেকে যে ধরনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাবে সবই করা হবে বলে উল্লেখ করেন ডিজিপি। ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন অনিয়ম সংঘটিত যে কোন পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ১০০ মামলায় একশন নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে আইন বিরোধী কাজ করলে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হবেই। তিনি কাউকে রেহাই দিবেন না আবার কাউকে ফাঁসাবেন না। ভালো কাজ করলে পুরস্কার দেওয়া হবে কিন্তু খারাপ কাজ করলে শাস্তি পেতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন বলে জানান আইপিএস জিপি সিংহ। তিনি বলেন ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া প্রতিবেদন অনুসারে অসমের স্থিতি বর্তমান আগের তুলনায় বহু ভালো হয়েছে। ২০২১ সালের প্রতিবেদনের তুলনায় বর্তমান অসম অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল প্রদর্শন করেছে। ২০২৩ সালে ডিসেম্বরে এই ফলাফল আরো ভালো হবে। কারণ প্রতি মাস ভিত্তিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রিভিউ বৈঠক চলছে বলে জানান ডিজিপি জিপি সিংহ।

আলভারেজকে কি ভুল কৌশলে খেলাচ্ছেন গার্দিওলা

প্যারিস ঃ প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। এর মধ্যে থেমেছে ঘরের মাঠে তাদের টানা ২৩ ম্যাচে জয়ের ধারাও। চেলসি, লিভারপুল ও টটেনহামের বিপক্ষে হারানো এই ৬ পয়েন্ট মৌসুম শেষে সিটির জন্য বিপর্যয়ও ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে প্রিমিয়ার লিগে ১ পয়েন্টই যখন শিরোপার পার্থক্য গড়ে দেয়। লিগে শেষ তিন ম্যাচে যেভাবে খেলে সিটি পয়েন্ট হারিয়েছে, তার মধ্যে কিছু মিলও আছে।

এই তিন ম্যাচের প্রতিটিতে বেশ কিছু সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেছে সিটি এবং শেষ দিকে গিয়ে হজম করেছে গোলও। মাঠের খেলায় অবশ্য তিন ম্যাচেই আধিপত্য ছিল সিটির। ম্যাচগুলো দারুণভাবে জেতার সুযোগও ছিল, কিন্তু সেই কাজ শেষ পর্যন্ত করতে পারেনি সিটি।

সিটির এমন টানা পয়েন্ট হারানোর পর বেশ কিছু প্রশ্নও উঠেছে। বিশেষ করে গার্দিওলা দলকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে পেরেছেন কি না এবং হুলিয়ান আলভারেজকে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারছেন কি না, সেই আলাপ সামনে এনেছে ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিক।

আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা আলভারেজ শেষ ১২ মাস দারুণ খেলেছেন। ভূমিকা রেখেছেন সিটির ট্রেবল জয়েও। তারকাখচিত দলে ভালো খেলেই নিজের জায়গা নিশ্চিত করতে হয়েছে তাঁকে। গত এক বছরের আলভারেজ গার্দিওলার এতটাই আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন যে চোটের কারণে না থাকা কেভিন ডি ব্রুইনার দায়িত্বও বর্তেছে তাঁর কাঁধে। সামগ্রিকভাবে নিজের দায়িত্বটা ভালোই পালন করেছেন আলভারেজ। কিন্তু বড় ম্যাচগুলোয় সিটির যখন ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন ছিল, তখন তাঁর এই জুয়া খুব একটা কাজে আসেনি এ মৌসুমে সিটির মাঝমাঠ অস্বাভাবিকভাবে দুর্বল ছিল। দলের অন্যতম তারকা মিডফিল্ডার ডি ব্রুইনা খেলতে পেরেছেন মাত্র ২০ মিনিট। ইলকাই গুণ্ডোয়ানের যোগ্য বিকল্পও আনতে পারেনি তারা। জন স্টোনসের ওভারল্যাপ করে মিডফিল্ডে উঠে আসা কার্যকর পাসগুলোও মিস করেছে দলটি। ম্যানুয়াল আকাঞ্জি কাজটা করার চেষ্টা করেছেন বটে। তবে তা স্টোনসের মতো অতটা নিঁখুত ও আত্মবিশ্বাসী ছিল না। ফলে সবচেয়ে বেশি চাপ যার ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তিনি হলেন রদ্রি। বল পায়ে এবং বল ছাড়া অনেক কাজ করতে হচ্ছে তাঁকে। যদি স্টোনস ফিট থাকতেন কিংবা রদ্রির পাশে গুন্দোয়ান থাকতেন, তবে আলভারেজকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা হতো না। কিন্তু তারা না থাকায় যে পারফরম্যান্স আলভারেজের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা তিনি দেখাতে পারছেন না। আর্লিং হলান্ডকে সহায়তা করতে আলভারেজকে এখন সামনে এগিয়ে যেতে এবং মাঝের জায়গা ব্যবহার করে খেলতে দেখা যাচ্ছে। মাঠের তাঁর পারফরম্যান্স ছিল অনেকটা দ্বিতীয় স্ট্রাইকারের মতোই। তবে সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে টটেনহাম ম্যাচে গার্দিওলা আলভারেজকে বাঁ পাশে ব্যবহার করেছেন এবং বের্নার্দো সিলভাকে ব্যবহার করেছেন ডানে। এ মৌসুমে কিন্তু এর আগে উল্টোটাই করে আসছিলেন তিনি। এ পরিবর্তনের ফলে সিটি দুই পাশ দিয়ে খুব কমই হুমকি তৈরি করতে পেরেছে। সিটির লক্ষ্য ছিল মূলত দুই উইং ব্যবহার করে দুজন করে খেলোয়াড় ভেতরে ঢুকবেন। বাঁ প্রান্তে ছিলেন ডান পায়ের দুই খেলোয়াড় ডকু ও আলভারেজ। আর ডান প্রান্তে ছিলেন বাঁ পায়ের দুজন খেলোয়াড় সিলভা ও ফিল ফোডেন। এটি করার ফলে যা হয়েছে, তা হলো সিটিকে অনেক বেশি অসংগঠিত মনে হয়েছে। পাশাপাশি যে সুযোগগুলো তারা তৈরি করেছে, সেগুলো স্বভাবসুলভ ইতিবাচক পাসিং ফুটবলের বদলে প্রেসিংয়ের কারণে বেশি হয়েছে। এ পরিবর্তনের কারণে আলভারেজ তো বটেই, সিলভাকেও অনেক কম কার্যকর মনে হয়েছে। পাশাপাশি বল রিসিভের সময় ডান প্রান্তে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেও দেখা গেছে তাঁকে, যা পতুর্গিজ মিডফিল্ডারকে আরও কম বিপজ্জনক করে তুলেছে। ম্যাচে সিটি দারুণ মুহূর্তগুলো তখনই উপহার দিয়েছে, যখন সিলভা ও আলভারেজ জায়গা পরিবর্তন করে নিজেদের স্বভাবসুলভ পজিশনে খেলেছেন। শেষ মুহূর্তে জায়গা পরিবর্তন করে তেমনই এক আক্রমণ থেকে বল পেয়ে দারুণ একটি শটও নিয়েছিলেন আলভারেজ। শেষ পর্যন্ত বল পোস্টে না লাগলে গোলটাও প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন এই আর্জেঃটাইন তারকা। এ ম্যাচে কখনো কখনো সিলভাকে জায়গা পরিবর্তন করে আলভারেজের জায়গায়ও চলে আসতে দেখা গিয়েছিল। গার্দিওলা হয়তো চেয়েছিলেন, বাঁ প্রান্তে আলভারেজের সঙ্গে জুটি গড়ে এই জোন থেকে হুমকি তৈরি করবেন সিলভা। যদিও সিটিকে সচরাচর এভাবে খেলতে দেখা যায় না। এ মৌসুমে কিছু ম্যাচে আলভারেজ অবশ্য দুর্দান্ত ছিলেন। বিশেষ করে ফুলহাম, ওয়েস্ট হাম এবং উলভসের বিপক্ষে। এই ম্যাচগুলোয় হলান্ডের সঙ্গে দারুণভাবে সমন্বয় তৈরি করতে পেরেছিলেন হলান্ড। কিন্তু বড় ম্যাচগুলোয় আলভারেজকে নিয়ে নতুন করে হয়তো ভাবতে হবে গার্দিওলাকে। আলভারেজের মূল গুণ কিন্তু তাঁর প্রেসিং, সেট পিস ও গোলের হুমকি। পজিশনাল ডিসিপ্লিন ও নিখুঁত পাসে তিনি কমই ভূমিকা রাখতে পারেন। কিন্তু এগুলোর ওপরই গার্দিওলা নির্ভর করেন অনেক বেশি। এ পরিস্থিতিতে সামনের ম্যাচগুলোয় এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে গার্দিওলা বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

পাকিস্তানের কোচ হওয়ার ব্যাপারে যা বললেন অজয় জাদেজা

কাবুল ঃ 'পাকিস্তানও একসময় আফগানিস্তানের মতো ছিল' এমন মন্তব্য করে অজয় জাদেজা বলেছেন, পাকিস্তানের কোচের দায়িত্ব নিতে তিনি 'প্রস্তুত'। বিশ্বকাপে আফগানিস্তান দলের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন ভারতের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ খেলা জাদেজা। ভারতে হয়ে যাওয়া বিশ্বকাপে ভালো করতে পারেনি পাকিস্তান। বাবর আজমের দল গ্রুপ পর্বে ৯ ম্যাচের মধ্যে ৪টিতে জিতে বিদায় নেয় সেমিফাইনালের আগেই। এমন বিপর্যয়ের পর টিম ম্যানেজমেন্ট ও বোর্ডে এসেছে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন। প্রধান কোচ গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্ন, ক্রিকেট ডিরেক্টর মিকি আর্থার থাকছেন না অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ হাফিজকে করা হয়েছে টিম ডিরেক্টর, অস্ট্রেলিয়া সফরের পর নিউজিল্যান্ড সিরিজে যিনি থাকবেন প্রধান কোচের দায়িত্বেও। বাবর আজম তিন সংস্করণেরই অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন। টেস্টে শান মাসুদ ও টি টোয়েন্টিতে বাবরের উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে শাহিন শাহ আফ্রিদির নাম। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পাঁচটি হারের একটি ছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষে। পাকিস্তানের বিপক্ষে যেটি ছিল আফগানিস্তানের প্রথম ওয়ানডে জয়। সে ম্যাচের পর পাকিস্তান দল নিয়ে হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। স্পোর্টস তাকের এক আলোচনায় জাদেজাকে বলা হয়েছিল, পাকিস্তানে তাঁকে কোচ করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে জাদেজা হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি প্রস্তুত।' প্রতিপক্ষ হিসেবে জাদেজার কাছে পাকিস্তান অবশ্য বেশ পরিচিতই। ক্যারিয়ারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে তিনি খেলেছেন ৪০ ম্যাচ। তবে দুই দেশের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তাতে যে জাদেজার পাকিস্তানের কোচ হওয়ার মতো কিছু ঘটা প্রায় অসম্ভব, তা বলাই যায়। নিশ্চিতভাবে জাদেজাও সেটি জানেন। তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এরপর দুই দলের মিল প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি আফগানিস্তানের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করেছি। আমার বিশ্বাস, (পুরোনো) পাকিস্তানও একসময় এখনকার আফগানিস্তানের মতো ছিল।' সেটি কীভাবে, এর ব্যাখ্যায় ৫২ বছর বয়সী জাদেজা বলেন, 'আপনি একসঙ্গে বসে সতীর্থের মুখের ওপরই যা ইচ্ছা তাই বলে দিতে পারেন।' আফগানিস্তানের পরামর্শক হিসেবে কাজ করার আগে জাদেজার কোচিং প্রোফাইলে সবচেয়ে বড় দিক ছিল ২০১৫ সালে রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লিকে কোচিং করানো। তবে দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে তাঁর মতামতের কোনো মূল্য নেই এমন অভিযোগ তুলে সে পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা সিনক্লেয়ারের অবসর

ভ্যাঙ্কুভারঃ কানাডা জাতীয় নারী ফুটবল দলের স্ট্রাইকার ক্রিস্টিন সিনক্লেয়ার গতকাল আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে পর্দা নামল জাতীয় দলের হয়ে তাঁর বিশ্ব রেকর্ড গড়া ১৯০ গোলের ক্যারিয়ারের। ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন ৪০ বছর বয়সী সিনক্লেয়ার। তাঁর অবসর নেওয়া উপলক্ষে এক রাতের জন্য এই স্টেডিয়ামের নাম পাল্টে রাখা হয়েছিল ক্রিস্টিয়ান সিনক্লেয়ার প্লেস। ৪৮,১১২ জন দর্শক স্যালুট দিয়েছেন সিনক্লেয়ারকে। ম্যাচের ১২ মিনিটে দর্শকেরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মানও জানিয়েছেন। সিনক্লেয়ারের জার্সি নম্বরও ১২। ম্যাচের ৪০ মিনিটে কানাডার হয়ে কুইনের করা গোলে অবদান ছিল সিনক্লেয়ারের। বিরতির পর ১২ মিনিটের মাথায় তাঁকে তুলে নিয়ে মিডফিল্ডার সোফি স্মিটকে মাঠে নামান কোচ। মাঠ ছাড়ার আগে স্মিট এবং অন্য সতীর্থদের জড়িয়ে ধরেন সিনক্লেয়ার। গ্যালারিতে দর্শকেরাও এ সময় করতালিতে মুখর ছিলেন। সবার ভালোবাসা নিয়েই সিনক্লেয়ার কানাডার হয়ে ৩৩১ ম্যাচে ১৯০ গোল করে থামলেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারী ও পুরুষ ফুটবল মিলিয়ে আর কেউ এত গোল করতে পারেননি। ছেলেদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগালের হয়ে গোলসংখ্যা ১২৮। জয়ের পর সিনক্লেয়ার বলেছেন, 'আমি সব সময়ই একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই দারুণ লাগছে। আমরা ম্যাচটা জিতেছি। দলকে নিয়েও খুব গর্বিত।' ম্যাচ শুরুর আগে সিনক্লেয়ারকে চোখ মুছতে দেখা গেছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টে সিনক্লেয়ারকে বলেছেন, 'বিশ্বের সর্বকালের সেরা গোলদাতা।' ট্রুডো আরও লিখেছেন, 'আমাদের সবাইকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এই খেলায় এবং কানাডার খেলাধুলায় আপনার প্রভাব আমরা অনেক দিন ধরেই উদ্‌যাপন করব।' সিনক্লেয়ার জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিজের শেষ ম্যাচটা তিনি উপভোগ করতে চেয়েছেন, 'নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে এটা উপভোগ করব। সত্যিই অভিভূত হয়েছি। পরাবাস্তব লেগেছে এবং সমাপ্তিটাও নিখুঁত।' কানাডার সমর্থকদের কাছে সিনক্লেয়ার 'ক্যাপ্টেন এভরিথিং' নামে পরিচিত। ছয়বার বিশ্বকাপে খেলার পাশাপাশি চারবার অলিম্পিকেও খেলেছেন। ২০২১ টোকিও অলিম্পিকে জিতেছেন স্বর্ণপদক। গত অক্টোবরেই আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়ার কথা জানিয়েছিলেন সিনক্লেয়ার।

পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরে সহিংসতার জন্য দায়ী উগ্রপন্থীদের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি সেটেলার বা বসতি স্থাপনকারীদের পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে তিনি এ ব্যবস্থা নিয়েছেন। যদিও এ নিষেধাজ্ঞা সহিংসতার জন্য ফিলিস্তিনি কেউ অভিযুক্ত হলে তার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু হলে পশ্চিম তীরে সহিংসতা বেড়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন এ নিষেধাজ্ঞা উগ্রপন্থী কয়েক ডজন ইসরায়েলি ও তাদের পরিবারের কিছু সদস্যের ওপর প্রযোজ্য হবে। তবে কাদের ওপর এটি প্রয়োগ করা হবে সেটি আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে প্রকাশ করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এ পদক্ষেপকে বসতি স্থাপনকারীদের প্রতি ইসরায়েল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হতাশার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সিনিয়র ডানপন্থী মন্ত্রী ইতামার বেন-গাভির ও বেজালেল স্মতরিচ - দু'জনেই এর আগে পশ্চিম তীরের সহিংসতাকে আড়াল করার চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এই দুই মন্ত্রী নিজেরাও সেটেলার।

গত কয়েক সপ্তাহে পশ্চিম তীরে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা বিবিসিকে জানাচ্ছিল যে ইসরায়েলি সেটেলাররা আরও ভূমি দখলের জন্য গাজার যুদ্ধকে ব্যবহার করছে।

১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সময় পূর্ব জেরুসালেম ও পশ্চিম তীরে দখলে নেয়ার পর থেকে অন্তত আড়াইশ সেটেলমেন্ট বা বসতি নির্মাণ করেছে ইসরায়েল, যেখানে সাত লাখেরও বেশি ইহুদি বসবাস করে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বড় অংশই এভাবে বসতি নির্মাণকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় অবৈধ মনে করে। যদিও ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে না। জাতিসংঘ বলছে গত সাতই অক্টোবরের পর থেকে ফিলিস্তিনিদের ওপর ৩১৪টি হামলার ঘটনা রেকর্ড করেছে তারা। এতে ফিলিস্তিনি হতাহত হওয়া ছাড়াও ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে ফিলিস্তিনিদের হাতে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর তিন সদস্যসহ চারজন নিহত হয়েছে।

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার জন্য যেসব উগ্রপন্থী সেটেলাররা দায়ী তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য ইসরায়েলের সরকারকে আমরা জোর দিয়ে বলছি, মি. ব্লিংকেন মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলছিলেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেমনটি বলেছেন, এসব হামলা অগ্রহণযোগ্য।

ভিসা নিষেধাজ্ঞার এ সিদ্ধান্ত এমন সময় এলো যখন মাত্র মাস খানেক আগেই ইসরায়েলের নাগরিকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা মুক্ত চলাচলের কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর ফলে ইসরায়েলের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে আসাযাওয়া করতে পারেন।

এখন এই ভিসা নীতির আওতায় যারা পড়বে তারা ভিসা কর্মসূচির আওতায় থাকা সুবিধা পাবেন না বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি।

এর মধ্যে যাদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নেয়া আছে তাদের ভিসা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট সাংবাদিকদের বলেছেন, দুখ্জনক হলেও সত্যি যে উগ্রপন্থীরা সহিংসতা করছে এবং আমাদেরকে তার প্রতিবাদ করতেই হবে।

ইসরায়েল একটি আইনি রাষ্ট্র। এখানে সরকার যাদের অনুমোদন দেবে তাদেরই শুধু এ ধরনের সহিংস ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অধিকার আছে, তাকে উদ্ধৃত করে বলছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ ১০ দিন শক্তিধর দেশগুলো যেভাবে ঠান্ডা লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল

ঢাকা ঃ উনিশশো' একাত্তর সালের ১৫ই ডিসেম্বর। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তখন এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছিল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ নিয়ে। যুদ্ধ থামানোর জন্য তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে পোল্যান্ডের এক প্রস্তাব নিয়ে তখন আলোচনা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ।

নিরাপত্তা পরিষদে ওই আলোচনায় পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো, যিনি এর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে দেশটির রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পান।

বক্তব্যের এক পর্যায়ে মি. ভুট্টো পোল্যান্ডের প্রস্তাব সম্বলিত কাগজ ছিড়ে টুকরোটুকরো করে নিরাপত্তা পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসেন।

পোল্যান্ডের এই প্রস্তাবকে 'আত্মসমর্পণের দলিল' হিসেবে বর্ণনা করেন মি. ভুট্টো।

কিন্তু মি. ভুট্টো যখন নিরাপত্তা পরিষদে তার এই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, ততক্ষণে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের মানুষ যখন পাকিস্তানের কাছ থেকে মুক্তির জন্য জীবনপণ লড়ছে, তখনকার পৃথিবী ছিল একেবারে ভিন্ন। দুটো ভিন্ন মেরুতে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছিল বেশিরভাগ দেশ।

আর বৃহৎ শক্তির দেশগুলো পরস্পরের সাথে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, অন্যদিকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (যার সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ ছিল আজকের রাশিয়া) এবং ভারত ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পক্ষে।

ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।

জাতিসংঘের বাইরে আমেরিকা, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে তীব্র কূটনৈতিক বাদানুবাদও শুরু হয়েছিল।

পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়েছিল যে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর তীব্র চাপ তৈরি করেছিলেন। আমেরিকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে ভারতকে থামানো এবং পাকিস্তানকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা। ভারতের ওপর এক ধরণের সামরিক হুমকি তৈরি করতে বঙ্গোপসাগরে রণতরীও পাঠিয়েছিল আমেরিকা।

ছয়ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে একটি স্বাধীনত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ভারত। হেনরি কিসিঞ্জার লিখেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর দেয়া সেই স্বীকৃতির ফলে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার সব সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন ভারতকে দেয়া সব ধরণের অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। তবে ভারতের উপর এর প্রভাব পড়েনি বলেই চলে। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তে ওয়াশিংটনে কূটনীতিকরা কিছুটা বিস্মিত হন।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে তখন বলা হয়েছিল, অনেকে ভেবেছিলেন ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় আমেরিকা যে 'নিরপেক্ষ ভূমিকা' পালন করেছিল, এবারও হয়তো দেশটি তেমন ভূমিকাই নেবে। এছাড়া, ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা তাদের সম্পাদকীয়তে ভারতের ব্যাপারে আমেরিকার সিদ্ধান্তকে 'হাস্যকর' হিসেব বর্ণনা করেছিল। ভারত যাতে পূর্ব পাকিস্তানে হামলা বন্ধ করে সেই লক্ষে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ৬ই ডিসেম্বর সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। কারণ, মস্কো চেয়েছিল ভারত যুদ্ধ যাক।

জাতিসংঘে আলোচনা

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান ইস্যুটি নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাঠিয়ে দেয়।

এর আগে পূর্ব-পাকিস্তানে যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে বারবার নাকচ করে দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের কোন ক্ষমতা নেই। কোন একটি প্রস্তাবের ওপর সাধারণ পরিষদ শুধুই বিতর্ক এবং ভোটাভুটি করতে পারে। কিন্তু সেটি মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতা কারও নেই।

এমন অবস্থায় পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়তেই থাকে। ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আমেরিকাকে জানিয়েছিলেন যে পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আটই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি হয়। কিন্তু ভারত এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে যে যুদ্ধ বিরতির কোন প্রস্তাব তারা মানবে না।

পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ বিরতি এবং ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল, তাতে সমর্থন দিয়েছিল আমেরিকা।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা জানিয়েছে, এই প্রস্তাবের পক্ষে ১০৪টি ভোট পড়েছিল এবং বিপক্ষে ছিল ১১টি ভোট। এই ভোটাভুটির পরদিন জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য নরেন্দ্র সিংকে উদ্ধৃত করে নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছিল, আমরা যুদ্ধবিরতি করবো না। অবশ্যই না। আমরা বোকা নই।

আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তার 'হোয়াইট হাউস ইয়ারস' বইয়ে লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আনা কোন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মানবেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। মি. নিক্সনের বর্ণনা অনুযায়ী, শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, বরং পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীরকে পাকিস্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে নিরস্ত্র করার পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

উনিশশো' একাত্তর সালে জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ, যিনি ১৯৮৯ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রশাসনের নির্দেশে মি. বুশ জাতিসংঘে ভারতকে 'হামলাকারী' হিসেবে বর্ণনা করেন। ভারতকে থামানোর জন্য আমেরিকার হাতে একমাত্র উপায় ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চাপ তৈরি করা।

সেজন্য ৮ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে বলেছিলেন, মস্কোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে, সেটি বাতিল করা উচিত। তাহলে হয়তো রাশিয়া চাপে পড়বে। তখন আমেরিকার মনে যে জোরালো উদ্বেগটি তৈরি হয়েছিল সেটি হচ্ছে, ভারত হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানও আক্রমণ করতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটে আমেরিকার জুনিয়র এক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক বৈঠক করেন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। ওই বৈঠকে আমেরিকার তরফ থেকে ভারতের কাছে এই নিশ্চয়তা চাওয়া হয় যে ভারত আজাদ কাশ্মীর এবং পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করবে না।

টুকরো খবর

পরিবারের অনুমতি ছাড়াই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে এনএসভি অপারেশন অর্থাৎ, নির্ভীজ করনের অভিযোগ উঠলো ২ আশা কর্মীর বিরুদ্ধে

নদিয়া ঃ পরিবারের অনুমতি ছাড়াই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে এনএসভি অপারেশন অর্থাৎ, নির্ভীজ করনের অভিযোগ উঠলো ২ আশা কর্মীর বিরুদ্ধে। যদিও পরিবারের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য আধিকারিক। তবে এই ঘটনাই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় অভিযোগকারী পরিবার। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের চাঁদড়া এলাকার। অভিযোগকারী পরিবারের অভিযোগ, মাধব রায় বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। তিনি কর্মসূত্রে বাইরে থাকতেন যার কারণে দুটি করোনা ভ্যাকসিন নেওয়া হয়েছিল তার। এদিন বাড়িতে ফেরার পরে এলাকারই দুই আশা কর্মী তাকে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার নাম করে ফুলিয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়, এরপর তার অনুমতি ছাড়াই এনএসভি অপারেশন করে, যদিও পরবর্তীতে মাধব রায়কে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে রাস্তাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে শরীরের অর্ধাংশ অসাড় থাকার কারণে তার সাথে কি ঘটনা ঘটেছে তা বুঝতে পারিনি মাধব রায়। বাড়িতে যাওয়ার পরে তার গোপনাঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হতে শুরু করে, এরপরেই পরিবারের সন্দেহ হওয়াতে প্রকাশ্যে বাইরে বেরিয়ে আসে ঘটনা। সাথে সাথেই পরিবারের লোকজন মাধব রায়কে নিয়ে যায় কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে, সেখানে চিকিৎসাধীন থাকার পর পুনরায় তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। পরিবারের অভিযোগ, পরিবারের অনুমতি ছাড়া কিভাবে এই ধরনের অপারেশন করা যায়। যদিও এই ঘটনার পেছনে আর্থিক চক্রান্ত রয়েছে বলে দাবি করছেন পরিবার। অন্যদিকে অভিযুক্ত ২ আশা কর্মী বাড়ি ছেড়ে পলাতক বলে জানা গেছে। তবে এই ঘটনায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর পূজা মৈত্রকে প্রশ্ন করলে তিনি ফোনে জানান, পরিবার সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করছে কারণ মাধব রায় নামে ওই ব্যক্তি নিজেই সমস্ত কাগজপত্রে সই করে এরপর তাকে এনএসভি অপারেশন করা হয়। পরিবার না জেনেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর অভিযোগ তুলছে।

স্কুলের দরজার তালা ভেঙে ৩৫০ কেজি চাল,৫০ কেজি ডাল রান্নার জন্যে রাখা ৫ লিটার তেল চুরি

নন্দীগ্রাম ঃ নন্দীগ্রামের সোনাচূড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাউদখালী গ্রামের ঘটনা। স্কুলের দরজার তালা ভেঙে সাউদখালীর দুটি স্কুলে ৩৫০ কেজি চাল ও অনান্য জিনিসপত্র চুরির ঘটনা ঘটল।শুক্রবার ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান সাউদখালী ভজহরি বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্কুল লাগোয়া আইসিডিএস কেন্দ্রের দরজার তালা ভেঙে চাল ও অনান্য জিনিসপত্র চুরি করে পালিয়েছে দুস্কৃতিরা । স্কুলে চুরি হয়েছে বুঝতে পেরে দুই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষাকাদের খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা । অপরদিকে আইসিডিএস কেন্দ্রের শিক্ষিকা সীমা জানা পড়ুয়া বলেন সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা ফোন করে চুরির কথা জানায় । এসে তারা দেখেন দরজা খোলা,তালা ভাঙ্গা। ঘরের ভেতর থেকে দুটো স্কুল মিলিয়ে ৩৫০ কেজি চাল,৫০ কেজি ডাল রান্নার জন্যে রাখা ৫ লিটার তেল চুরি গিয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন তারা।

পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী ব্যাক্তি

জামালপুর ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী জামালপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণচন্দ্রপুর এলাকার এক ব্যাক্তি।শুক্রবার মৃত্যু হলো ওই ব্যাক্তির বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।মৃত ব্যাক্তির নাম সঞ্জয় মাঝি।পরিবার সূত্রে জানা যায় পারিবারিক অশান্তির কারনেই সে বিষ খায় গতকাল বিকেল চারটে নাগাদ।প্রথমে তাকে জামালপুর হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে রেফার করা হয় গতকালকেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।শুক্রবার সকাল ৭টা নাগাদ মৃত্যু হয় ওই ব্যাক্তির বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।আজ ময়নাতদন্ত হলো বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

ফের প্রতারণার শিকার পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের প্রাক্তন দেহরক্ষীর

পানিহাটি ঃ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে দুটো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে ৭ দফায় টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের প্রাক্তন দেহরক্ষী কালীচরণ মাঝির। ইলেকট্রিক বিল দেওয়ার নাম করে অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন করে ওটিপি নম্বর চাইতেই হ্যাক হয়ে যায় তার দুটোই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। মোট ৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা উধাও করে নেয় প্রতারকরা। ঘটনাটি ঘটেছে ২৩ শে নভেম্বর সন্ধ্যে ৭ টা নাগাদ। ইতিমধ্যে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের প্রাক্তন দেহরক্ষী কালীচরণ মাঝি সাইবার ক্রাইম বিভাগে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। খরদহ থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগও করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত পুলিশ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের প্রাক্তন দেহরক্ষী কালীচরণ মাঝি। এই ধরনের প্রতারণার শিকার হওয়ায় আতঙ্কে কালীচরণ মাঝি এবং তার গোটা পরিবার। সঠিক তদন্তের আশ্বাস প্রশাসনের।

পাঁচশো বছরের রীতি মেনে রাস যাত্রার চতুর্থ দিনে সম্পন্ন হয়ে গেলো খিঁচুড়ি লুঠ

খরদহঃ পাঁচশো বছরের রীতি মেনে রাস যাত্রার চতুর্থ দিনে সম্পন্ন হয়ে গেলো খিচুড়ি লুঠ। খরদহের শ্যাম সুন্দর জিউ মন্দিরের রাস উৎসব ঘিরে যেমন লক্ষাধিক ভক্তের আগ্রহ অপরিসীম। তেমনই প্রতি বছরের মতো এবারও লক্ষ লক্ষ ভক্তের জন্যে আযোজন করা হয় খিচুড়ি লুঠ প্রথার। যেখানে একদিকে শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ ভক্তদের কাঁধে চেপে গঙ্গা তীর্থে রাসখোলা ঘাটে গঙ্গাতীর্থে যাত্রা করে ফিরে আসেন নিজ মন্দিরে। আর মন্দিরে শ্যাম সুন্দরের প্রবেশের পরই শুরু হয়ে যায় খিচুড়ি লুঠের। যেখানে বাচ্চা থেকে বয়স্ক সকল ভক্তের হাতে গামলা বালতি থালা আবার কেউ হাতে করে খিচুড়ি তুলে নিয়ে যাচ্ছেন প্রসাদ। ২১ কুইন্টাল চল ডাল দিয়ে এই খিচুড়ির আযোজন করা হয়েছে। আর এটাই হলো খরদহের শ্যাম সুন্দর জিউ মন্দিরের রাস উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। মন্দির কতৃপক্ষের কোথায়, রাস উৎসব উপলক্ষ্যে এমন মহা ভোগ লুঠের প্রথা রাজ্যের কোথাও আর চালু নেই এমন প্রথার। গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এই রাস উৎসব। চারদিন ব্যাপী এই উৎসবকে ঘিরে মন্দিরের আশেপাশের বাড়ি মন্দির সবই যেন দীপাবলির মত আলোর রোশনায় সেজে উঠেছে। কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যে বিশেষ ভাবে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েম করা হয়েছে।

হিঙ্গলগঞ্জের মাহমুদপুর প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা মিলবে মামুদপুর জানা জমিদার বাড়ি

বসিরহাট ঃ প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন হিসেবে বাংলার একাধিক জায়গায় এর খোঁজ মেলে। ঠিক একই রকম ভাবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের মাহমুদপুর প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা মিলবে মামুদপুর জানা জমিদার বাড়ির। হিঙ্গলগঞ্জের কালিন্দি ও গৌড়েশ্বর উভয় নদীর তীরে মামুদপুর জানা বাড়িতে এক সময় প্রাচীন বাংলার কৃষি বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম ছিল। এই জমিদারি পত্তন করেন নন্দলাল জানা।

হলফনামায় সম্পদ বৃদ্ধি, খতিয়ে দেখার দায়িত্ব কাদের

কেফিয়াহ : এক টুকরো কাপড় কীভাবে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠল?

গাজা (এজেন্সী) : গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং পরবর্তীতে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বোমা হামলার কারণে ফিলিস্তিনে মৃত্যু ও ধ্বংসের অনেক গল্প বেরিয়ে এসেছে। ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে বিক্ষোভ ও মিছিল।

ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষে এসব মিছিলে বিক্ষোভকারীদের ঐতিহ্যবাহী কেফিয়াহ নামক বিশেষ ধরনের স্কার্ফ পরতে দেখা যায়।

ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানাতে কেউ এই স্কার্ফটি তাদের গলায় জড়ায়, কেউবা মাথায় বাঁধে।

এটি স্কার্ফ অন্যান্য কাপড়ের চাইতে এতটাই আলাদা যে চাইলে এর থেকে নজর সরানো কঠিন।

এ কারণে এই স্কার্ফটির গুরুত্ব সাধারণ সুতির কাপড়ের চাইতে অনেক অনেক বেশি।

বেশিরভাগ ফিলিস্তিনিদের কাছে কেফিয়াহ হল তাদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের প্রতীক। এটি এক ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হাতিয়ার যা গত ১০০ বছরে ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

এমনকি এই স্কার্ফকে ফিলিস্তিনের বেসরকারি পতাকাও বলা হয়।

কিন্তু কেফিয়াহ কোথা থেকে এসেছে? এই বিশেষ স্কার্ফের পেছনের গল্প কী? কখন এটি এতটা প্রতীকী হয়ে উঠল এবং আজ এই স্কার্ফ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

কেফিয়াহর উদ্ভব

এই পোশাকের উৎপত্তি ঠিক কোথায় তা একদম নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অনেক ইতিহাসবিদদের মতে, এই স্কার্ফ ব্যবহারের চর্চা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইরাকের কুফা শহর।

সেই শহরের নাম থেকেই স্কার্ফটির নাম হয়ে যায় কেফিয়াহ।

কারও কারও মতে এই স্কার্ফ আরও প্রাচীন আমল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। সম্ভবত ইসলাম বিস্তার লাভের আগেও কেফিয়াহর অস্তিত্ব ছিল।

সত্য যাই হোক না কেন, বাস্তবতা হল সময়ের সাথে সাথে বছরের পর বছর ধরে কেফিয়াহর ব্যবহার বেড়েছে।

তবে এর পেছনের কারণ সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক নয়, বরং বাস্তবিক কারণে এর ব্যবহার বেড়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, কৃষক এবং আরব বেদুইনরা (যাযাবর আরব) সূর্যের প্রচণ্ড তাপ, গরম বাতাস, মরুভূমির বালি এবং ঠাণ্ডা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কেফিয়াহ পরিধান করতেন।

অবশ্য শহরগুলোয় ফিলিস্তিনিদের এই স্কার্ফ তেমনটা পরতে দেখা যায় নি।

শহুরে মানুষেরা আরও বেশি 'কেতাদুরস্ত ও মার্জিত' পোশাক পরতে পছন্দ করতেন।

সে সময় শহরে 'ফেজ' নামক লাল রঙের টুপি পরার প্রথা প্রচলিত ছিল, যা কিনা টারবুশ নামেও পরিচিত।

এই টুপিটি কিছুটা ঝুড়ির মতো যার মাঝ বরাবর একটি ট্যাসেল ঝোলানো থাকে।

এই টুপিটি মূলত অটোমান সাম্রাজ্যের শাসক দ্বিতীয় মাহমুদের শাসনামলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, ১৯৩০-এর দশকে ফিলিস্তিনি সমাজে কেফিয়ার একটি আলাদা অর্থ হয়।

তখন থেকে কেফিয়াহর গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে এর ব্যবহারও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৩৬ সালের বিদ্রোহ

১৯৩০-এর দশকে, ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলো ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর লিগ অফ নেশনস ফিলিস্তিনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্রিটেনকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফিলিস্তিন ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে ছিল।

এই সময়কালে,ব্রিটেনের আধিপত্য স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে ব্রিটিশরা ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের রাজনৈতিক আন্দোলন জায়নবাদী বা ইহুদিবাদী প্রকল্পকে সমর্থন করছে।

ইউরোপে যখন ইহুদিদের ওপর অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন থেকে বিপুল সংখ্যক ইহুদি বসতি স্থাপনকারী ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আসতে শুরু করে।

তখন থেকে ওই অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আরবদের বিদ্রোহ শুরু হয়, যা মহান আরব বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

এই বিদ্রোহ ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং এই সময়কালে এই অঞ্চলে ব্যাপক সংঘাত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

ওই সংগ্রামে কেফিয়াহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইতিহাসবিদ জেন টাইনানের সারা বিশ্বে কেফিয়াহর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন, তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিরা ব্রিটিশদের উপস্থিতির কারণে খুব হতাশ হয়ে পড়ছিল।

তখন কারা কারা প্রতিরোধ করছিল তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। এতে বিদ্রোহীদের পক্ষে চলাফেরা করা ও তাদের কার্যকলাপ চালানো সহজ হয়ে যায়।

তখন থেকে কেফিয়াহ বেশ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এবং এই স্কার্ফটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করার কৌশলের অংশ হয়ে ওঠে, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে অনেকে কেফিয়াহ পরিধান করেন।

১৯৩৮ সালে, বিদ্রোহী নেতারা শহরে বসবাসকারী সমস্ত আরবদের কেফিয়াহ পরিধান করার নির্দেশ দেন।

বলা হয় যে ব্রিটিশরা পরে এই স্কার্ফটি নিয়ে এতটাই বিচলিত হয়েছিল যে তারা কেফিয়াহ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা তাতে সফল হয়নি।

আ সোশিও পলিটিকাল হিস্ট্রি অফ কেফিয়াহর লেখক অনু লিঙ্গালার মতে, কেফিয়াহ একটি কার্যকর সামরিক কৌশলের অংশ ছিল, কিন্তু এটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ প্রদর্শনের প্রতীকও হয়ে ওঠে।

তার মতে, তিনি বলেছেন যে ১৯৩৮ সালে এই স্কার্ফটি ফিলিস্তিনি সংস্কৃতিতে গুরুত্ব পেয়েছে। একে ফিলিস্তিনি সংস্কৃতির একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবেও বিবেচনা করা হয়।

কারণ তাদের নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকলেও নতুন বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী অভিযানে তারা সব পার্থক্য ভুলে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

জেন টাইনানের মতে, সেই সময় থেকে কেফিয়াহ ফিলিস্তিনিদের অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ন্যায়বিচার, ঐক্য এবং সংহতির একটি দৃশ্যমান প্রতীক হয়ে ওঠে।

এটা ছিল বিদ্রোহীদের বলার একটা উপায় যে আমরা সবাই তোমাদের সাথে আছি।

কেফিয়াহ কী?

প্রকৃতপক্ষে, কেফিয়াহ বিভিন্ন রঙ এবং ডিজাইনের হয়। এরমধ্যে সাদা-কালো কেফিয়াহ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

এর তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হল : জলপাই পাতা, লাল রং ও কালো রেখা।

জলপাই পাতা হল এই এলাকার জলপাই গাছের প্রতীক এবং এই পাতা তাদের জমির সাথে শহরের সংযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে।

লাল রঙ ফিলিস্তিনি জেলেদের এবং ভূমধ্যসাগরের সাথে তাদের সংযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে।

কালো রেখা ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী অংশীদারদের সাথে ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য পথের যোগাযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে।

কেফিয়াহ কীভাবে বৈশ্বিকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল?

১৯৩০ সালের বিদ্রোহের পর, কেফিয়াহ ফিলিস্তিনি জাতি পরিচয়ের একটি অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

ইতিহাসবিদদের মতে, এই আন্দোলন 'নাকবা' অর্থাৎ 'মহা বিপর্যয়'-এর পরে গতি লাভ করে। ওই সংঘাতের ফলে লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়। সংঘাত থেকে পালাতে গিয়ে অসংখ্য মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে।

এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে গঠিত হয় ইসরায়েল।

'নাকবা'কে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখজনক দিন বলে বিবেচনা করা হয়।

কিন্তু কেফিয়াহ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বৈশ্বিকভাবে তেমন একটা পরিচিত হয়ে ওঠেনি।

বৈশ্বিক স্তরে, কেফিয়াহ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ইয়াসির আরাফাতের কারণে। যিনি নিজেই ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

কেফিয়াহ ছাড়া ইয়াসির আরাফাতের ছবি খুব কমই দেখা যায়।

সিরিয়া, জর্ডান ও লেবাননে যুদ্ধ করার সময় তিনি এটি পরেছিলেন।

১৯৭৪ সালে যখন তিনি জাতিসংঘে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে সময় তিনি কেফিয়াহ পরেছিলেন।

২০ বছর পর যখন তাকে অসলোতে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তখনও তাকে এই স্কার্ফ পরা অবস্থায় দেখা যায়।

জেন টাইনানের মতে, যেকোনো রাজনৈতিক বিবৃতি দেওয়ার সময় তিনি কেফিয়াহ পরতেন। তিনি তার ডান কাঁধে এই স্কার্ফটি ত্রিভুজাকার আকৃতিতে বিশেষভাবে ভাজ করতেন যা ১৯৪৮ সালের আগের ফিলিস্তিনের মানচিত্রের মতো মনে হতো।

অনু লিঙ্গালার মতে, ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর এবং ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির আগ পর্যন্ত যখন ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনি পতাকা নিষিদ্ধ করেছিল, তখন কেফিয়াহও প্রতীকী গুরুত্ব বেড়ে যায়।

গবেষকরা বলছেন, ছয় দিনের যুদ্ধের পরই জাতীয় প্রতীক হিসেবে কেফিয়াহর গুরুত্ব বাড়ে।

পরবর্তী, ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির সম্মিলিত পরিচয়ের হুমকি এবং ভূমিতে তাদের অধিকার বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐক্য ও পরিচয়ের সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসাবে কেফিয়াহর গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

তাদের মতে, পরবর্তী বছরগুলোয় ফিলিস্তিনিদের সামাজিক পরিচয় এবং তাদের ভূখণ্ডে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হুমকির মুখে পড়েছিল, যা ক্রমে বাড়তে থাকে। পরে কেফিয়াহর মতো সাংস্কৃতিক প্রতীক, তাদের ঐক্য ও আত্ম পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে ওঠে।

এভাবে, কেফিয়াহ ফিলিস্তিনপন্থী পোস্টার এবং রাজনৈতিক ছবিগুলোয় দেখা যেতে শুরু করে এমনকি নারীরা এই স্কার্ফটি ব্যবহার করতে শুরু করেন।

পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন-পিএফএলপি সদস্য লায়লা খালেদের একটি ছবি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

ওই ছবিতে তিনি মাথায় কেফিয়াহ পরা অবস্থায় ছিল এবং তার হাতে ছিল একে ফর্টিসেভেন রাইফেল। ১৯৬৯ সালের এই ছবিটি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

খালিদ পরে ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানকে বলেছেন যে একজন নারী হিসেবে তাকে দেখাতে চেয়েছেন যে সশস্ত্র সংঘাতে মেয়েরাও পুরুষদের সমান, তিনি বলেন তাই আমরা বাহ্যিকভাব পুরুষদের মতো বেশ ধরতে চেয়েছি

ফ্যাশনেবল পোশাক

জেন টাইনানের মতে, উপরে উল্লেখিত এমন নানা কারণে কেফিয়াহ ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে পশ্চিমে এই স্কার্ফটি ফ্যাশনেবল অনুষঙ্গে পরিণত হয়।

উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশের কারণে কেফিয়াহ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারপর এটি খুব আকর্ষণীয় এবং ফ্যাশনেবল অনুষঙ্গে পরিণত হয় বলেন, জেন টাইনান।

তার গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত, পশ্চিমের অনেক তরুণ আধিপত্যশীল পুঁজিবাদী সংস্কৃতি এবং ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জানাতে সামরিক ধাঁচের পোশাক পরিধান করত।

একই উপায়ে কেফিয়াহ মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৯০ এর দশকে, বিশ্বের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরাও এটি স্কার্ফটি পরতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ইংলিশ ফুটবল খেলোয়াড় ডেভিড বেকহ্যাম এবং সঙ্গীত শিল্পী রজার ওয়াটার্স।

পরে, আমেরিকান ব্র্যান্ড আরবান আউটফিটার্স, জিভঞ্চে বা ল্যুই ভিটনের মতো বিশ্বখ্যাত ডিজাইনার ফ্যাশন স্টোরগুলো কেফিয়াহ বিক্রি করতে শুরু করে। এর জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়ে যায় যে এর বেশিরভাগ চীনে উৎপাদন করা শুরু হয়।

ফিলিস্তিনে এখন একটি মাত্র কেফিয়াহ তৈরির কারখানা অবশিষ্ট রয়েছে। এই কারখানাটি ইয়াসির হারবাউই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। যা পশ্চিম তীরের হেবরন শহরে অবস্থিত।

প্রতিরোধের শক্তি

কেফিয়াহ কিছু সময়ের জন্য ফ্যাশনের একটি অংশ হয়ে উঠলেও ইতিহাসবিদদের মতে, এতে এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব কোন অংশে কমেনি।

আজ, গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে এর তাৎপর্য আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

এমনকি এই স্কার্ফটি নানা সময়ে বিতর্কের মুখেও পড়েছিল। যার কারণে বিশ্বের কিছু দেশে কেফিয়াহ নিষিদ্ধ করা হয়। যেমন জার্মানির রাজধানী বার্লিনের কিছু স্কুলে কেফিয়াহ পরা নিষিদ্ধ ছিল।

অনু লিঙ্গালার মতে, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে কেফিয়াহও গুরুত্ব বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং ফিলিস্তিনের সমর্থকরা নীরবে বা জোরালোভাবে তাদের সংহতি প্রকাশে কেফিয়াহ পরিধান করে।

জেন টাইনানের মতে, বিশ্বব্যাপী এই কাপড়ের স্কার্ফটি প্রতিটি মানুষের যে আগ্রহ ও উপলব্ধির জন্ম দিয়েছে তা সত্যিই আকর্ষণীয়।

এটি খুব অস্বাভাবিক, প্রায় অভূতপূর্ব, পরিশেষে তিনি বলেন।

ছেলে শিশুর খত্নার সঠিক বয়স কত?

নয়া দিল্লি : ঐ যে দেখো টিয়া পাখি, আমি উপরে তাকিয়ে পাখি খুঁজছিলাম, আর তখনই হাজাম কেটে ফেলে, ছোটবেলায় নিজের খত্না নিয়ে এমন অভিজ্ঞতার গল্প জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যুবক।

অনেক মুসলিম ছেলে বাচ্চাদের খত্না নিয়েই এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে, যাকে স্থানীয়ভাবে কেউ কেউ 'মুসলমানি'ও বলে থাকেন।

একটা দীর্ঘসময় ধরে এই কাজ গ্রামে গঞ্জে হাজামরা (যিনি খত্না করেন) করে এসেছেন। তবে এখন হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সার্জারির মাধ্যমে খত্না করার চল বেড়েছে।

ছেলেদের যৌনাঙ্গের সামনের চামড়া কেটে অপসারণ করাকে খত্না বলে। ওই চামড়া দিয়ে যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে দেয়া হয়।

ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের পাশাপাশি ইহুদিরাও এই রীতি পালন করে থাকে। এছাড়া ধর্মীয় কারণ ছাড়াও চিকিৎসাগত কারণে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও ছেলে শিশুদের খত্না করে থাকে।

কোন বয়সে খত্না করানো উত্তম?

পশ্চিমা দেশে সাধারণত জন্মের পরপরই এটি করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে, বাচ্চারা একটু বড় হলে তারপর তাদের খত্না করা হয়ে থাকে।

এটি বিশ্বের প্রাচীনতম অস্ত্রোপচার পদ্ধতি এবং ধারণা করা হয় প্রায় ১৫,০০০ বছর আগে মিশরে এই প্রথা উদ্ভূত হয়েছিল। যদিও এনিয়ে স্পষ্ট কোন তথ্য মেলেনি।

পৃথিবীর অনেক দেশে ছেলে শিশুর পাশাপাশি মেয়েশিশুরও খত্না করানো হয়। তবে, অনেক দেশ আবার আইন করে সে প্রথা বন্ধও করেছে। চিকিৎসকেরা অবশ্য জানান বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এর কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই।

সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডা. হাসান শাহরিয়ার কল্লোল বলেছেন, এর ফিক্সড কোনো সময় নেই যে এই সময় করলে ভালো আর এই সময় করলে খারাপ। যে কোনো বয়সে এটা করা যায়।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল বাচ্চারা ক্লাস ওয়ান-টুতে ওঠার পর বাবামা তাদের নিয়ে আসে। তবে আমি বলবো এটা আরেকটু আগে করে ফেলাই ভালো। স্কুলে যাবার আগেই করতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর কোনো নির্দিষ্ট বয়স না থাকলেও, সামাজিক বাস্তবতায় তিন বা চার বছর বয়স খত্নার উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন চিকিৎসকরা। তবে, অনেকে আরেকটু পরে করতে পছন্দ করেন, যেখানে ঘরোয়াভাবে খত্না ঘিরে একটা উৎসব আয়োজন করা হয় এবং লক্ষ্য থাকে এটার একটা স্মৃতি যেন থেকে যায় শিশুটির কাছে।

আমার মনে আছে অনেক মানুষ এসেছিল, আমার একটু লজ্জাও লাগছিল, তবে অনেক উপহারও পেয়েছিলাম। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ যুবক নিজের খত্নার স্মৃতি এভাবেই তুলে ধরেন। তবে এটার একটা নেতিবাচক দিক তুলে ধরেন ডা. হাসান।

সবার কিন্তু একটা বডি ইমেজ তৈরি হয়, অর্থাৎ নিজের নিজেকে দেখার চোখ। ছোটবেলায় সেই বডি ইমেজ ওভাবে ব্রেনে কাজ করে না, ফলে তখন অপারেশন করাটা সহজ। কিন্তু বাচ্চা বড় হলে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করে।

তিনি পরামর্শ দেন একটু বোঝার বয়স হলেই খত্না করে ফেলা ভালো।

এছাড়া স্কুল শুরু হলে বাচ্চার ব্যস্ততাও বেড়ে যায়, স্কুল ছুটির সাথে বাবামা'র সময় মিলিয়ে নিতে হয়। আবার বাচ্চার সামাজিক গন্ডিও বড় হয়, যেটা তার মননেও প্রভাব ফেলতে পারে।

কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোতে তো জন্মের সাথে সাথেই খত্না করে ফেলা হয়, বাংলাদেশে সেটি হয় না কেন?

এই চিকিৎসক বলছেন, এখন সেটি হচ্ছে, যদিও তা সংখ্যায় খুবই কম।

আসলে বাচ্চার জন্মের সাথে সাথেই একটা অপারেশন, সেটা এখনো আমরা সামাজিক ও মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পারি না, বলেন ডা. হাসান।

স্বাস্থ্যগত সুবিধা

ডা. হাসান বলেন, অনেকে কিন্তু ৪০ বছর বয়সেও করে, কারো হয়তো কোনো সমস্যা হয়েছে তখন মেডিকেল কারণে খত্না করা লাগতে পারে।

চিকিৎসাগত দিক থেকে খত্নার বেশ কিছু সুবিধা আছে, যে কারণে পশ্চিমা অনেক দেশও এই রীতি গ্রহণ করেছে।

একদিকে এটা যেমন অনেক সময় চিকিৎসা হিসেবে কাজে লাগে আবার তেমনি রোগ প্রতিরোধেও উপকারী।

কতোগুলো মেডিকেল বেনিফিট আছে। যে অংশটা কেটে ফেলে দেয়া হয় সেখানে বেলানাইটিস বা ইনফেকশন হতে পারে। আবার যাদের কাটা হয় না তাদের এসটিডির ঝুঁকি বেশি থাকে, বলেন এই সার্জারি বিশেষজ্ঞ।

হাজাম নাকি ডাক্তার?

অবশ্যই, অবশ্যই ডাক্তার এবং এনেসথিশিয়া দিয়ে এটি করতে হবে, জোর দিয়ে বলেন ডা. হাসান। তিনি বলেন, যে কোনো ভাবেই হয়তো এটা করা যায়, হাজামরা যেভাবে করে তাতে হয়তো কোনো অসুবিধাও হচ্ছে না, কারণ মানব শরীর এমন কেটে ফেললে তা জোড়া লাগবেই। কিন্তু যদি ইনফেকশন হয়?

কিন্তু বছরের পর বছর হাজামরা কাজটা করে এসেছেন, এখনো হাজার হাজার খত্না এভাবে হচ্ছে ! দেখুন একসময় তো অ্যানেসথিশিয়া ছাড়াই অপারেশন হতো, কিন্তু এখন কি আমরা সেটা কল্পনা করতে পারি?, পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন ডা. হাসান।

আগে ইনফেকশন হলেও অনেক সময় আমরা বুঝতে পারতাম না, এছাড়া টাইট করে বেঁধে দিলে তা ফুলে যেত, ফলে অনেক রকম সমস্যা হতে পারে। এসব সমস্যা ঠেকাতে ঠিকমতো জীবাণুমুক্ত পদ্ধতিতে খত্না করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।